এলোমেলো

বুদ্ধদেব বসু

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

পরিবর্ধিত সংস্করণ মহালয়া ১৩৬০

প্রকাশক

নির্মলকুমার সরকার

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া

৩।১ মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ

মণীন্দ্র মিত্র

ব্লক

ব্লকম্যান

মুদ্রণ

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

এক টাকা চার আনা

পরিবর্ধিত সংস্করণ মহালয়া ১৩৬০
প্রকাশক
নির্মলকুমার সরকার
ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড
৮৯ হারিসন রোড, কলিকাতা-৭
মুদ্রাকর
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১ মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪
প্রচ্ছদ
মণীন্দ্র মিত্র
ব্লক
ব্লকম্যান
মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

এক টাকা চার আনা

এক

রোববার। দুপুরবেলা মানিক শুয়ে-শুয়ে একটা গল্পের বই পড়ছে। বইটা তার বেশি ভালো লাগছিলো না; মাঝে-মাঝে সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলো, বিকেল হ'তে আর কত দেরি। দিনগুলো যে কী হয়েছে আজকাল, বিকেল আর হ'তেই চায় না। তার ইচ্ছে করছিলো পাশের বাড়ি গিয়ে ক্যারম খেলে, কিন্তু চারটের আগে তার বেরোনো বারণ;—আর মানিক খুব লক্ষ্মী ছেলে কিনা, মা-র কথার কখনো অমান্য করে না। তাই জোর ক'রে সে বই পড়ারই চেষ্টা করলো, কিন্তু একটু পরেই ঘুম পেয়ে গেলো তার। সে ভাবলে—একটু ঘুমিয়ে নিই, তাহ'লেই চট ক'রে বিকেল হ'য়ে যাবে। বইটা রেখে দিয়ে পাশ ফিরে সে চোখ বুজেছে, মিষ্টি-মিষ্টি ঘুমের আমেজে গ'লে আসছে শরীর, এমন সময় খাটের তলা থেকে কে যেন বললে—হুশ!

—কী মুশকিল! এই একটুখানি ঘুমুতে যাবো, এখন আবার খাটের তলায় কে? চোর-টোর না তো?

খুব সরু, চিঁ-চিঁ গলায় জবাব এলো, 'আমি।'

মানিক ভাবলে, ভারি মজা তো! কথা না-বলতেই জবাব পেয়ে গেলুম। জিগেস করলে, 'কে তুমি?'

'আমি ভূত।'

ভূত! তিড়িং ক'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লো মানিক। ভূতের গল্প সে অনেক পড়েছে, অনেক শুনেছে, কিন্তু চোখে ককখনো ভূত দ্যাখেনি। অ্যাদ্দিনে একটা আস্ত, জ্যান্ত ভূতের দেখা পাওয়া গেলো ভেবে মনে-মনে তার বেজায় ফুর্তি হ'লো।

কিন্তু ঘরের চারদিকে তাকিয়ে কোথাও সে ভূত-টুত কিছু দেখতে পেলো না। এ আবার কী ভূতুড়ে কাণ্ড! মানিক হাঁক দিলে— 'কোথায় হে, ভূত?'

'এই যে!'

যেদিক থেকে আওয়াজটা এলো সেদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলো না সে। ফের জিগেস করলে, 'কোথায়?'

'এই যে—'

এবার মনে হ'লো ঠিক যেন তার পায়ের তলায় কেউ কথা কইছে। ভারি অসভ্য ভূত তো—কানে শুনছি, অথচ চোখে দেখছি না! চালাকি নাকি! মানিক রেগে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে চেঁচিয়ে বললো, এসো—বেরিয়ে এসো শিগগির—নয়তো ভালো হবে না, বলছি!'

সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথার ওপর থেকে নাকি গলার করুণ কাঁদো-কাঁদো আওয়াজ শোনা গেলো—'মেরো না, আমায় মেরো না—মারলে বড্ড লাগে আমার—মারলে আমি আর বাঁচবো না!'

কথা শুনে হাসি পেলো মানিকের। ম'রে গিয়েই ভূত হয়, ভূতের আবার মৃত্যুভয়!—আর ভালো আপদ! কিছুর মধ্যে কিছু না, একেবারে বাচ্চাদের মতো কান্না জুড়ে দিলে! এ আবার

কেমনতর ভূত? গলার আওয়াজ মোলায়েম ক'রে মানিক বললে, 'আচ্ছা, মারবো না, কিন্তু ও-রকম লুকিয়ে আছো কেন?'

'বা রে! 'আমি বুঝি লুকিয়ে আছি?'

'তবে তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে কেন? তুমি কি অদৃশ্য ভূত?'

'না, আমি বেঁটে ভূত।'

'বেঁটে হও আর ঢ্যাঙা হও, তোমাকে না-দেখে ছাড়ছি না আমি।'

'কী ছাড়ছো না?'

'কী আবার!'

'জিগেস করছি, কোনটাকে ছাড়বে না?'

মানিক ধমক দিয়ে উঠলো, 'ফাজলেমি—না?'

অমনি আবার মিহি সুর শোনা গেলো, আমায় মেরো না, আমায় মেরো না।

মানিক রীতিমতো বিরক্ত হ'য়ে বললে, 'আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমাকে মারতে যাবো।'

ভূত বললে, 'খেয়ে-দেয়ে আবার কাজ কী। ঘুম?'

নাঃ, একে নিয়ে আর পারা গেলো না—একটা কথাও যদি বোঝে! সে যাক, এখন ভূতটাকে একবার চোখে দেখা দরকার। একটা জ্বলজ্যান্ত ভূত গায়ে প'ড়ে তার ঘরে এলো, তবু যদি সে তাকে চোখে দেখতে না পায়, তাহলে আপশোষের আর সীমা থাকবে না। হাবুলের কাছে, মিণ্টুর কাছে, পুতুলের কাছে—সব্বাইর কাছে এ-কথাই যদি না-বলা গেলো, 'জানিস, আমি একটা ভূত দেখেছিলাম', তাহ'লে ভারি তো লাভ হ'লো তার ভূতের সঙ্গে কথা ব'লে! কথা বলেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে? ভূত দেখাই

চাই, যেমন ক'রে হোক। তাই সে নিচু হ'য়ে খাটের তলায় উঁকি দিতে যাবে, এমন সময় একটা 'উহ্ হ্ হ্' শব্দে চমকে উঠলো।

'কী হ'লো আবার?'

'উঃ ম'রে গেলুম! ম'রে গেলুম!'

মানিকের মনে হ'লো, তার পায়ের নিচে কী-একটা জিনিশ বেশ নড়াচড়া করছে। সে তাকিয়ে দেখলে, গ্যাটাপারচার পুতুলের মতো ছোট্ট একটা—একটা কিছু; দেখতে অনেকটা মানুষের মতোই; তবে মুখটা বেজায় গোল, নাক-চোখ কিছু ভালো ক'রে বোঝা যায় না। ছোট্ট একটা গর্ত—মানিক ধ'রে নিলে, ওটাই মুখ—খুলছে আর বুজছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে চিঁ-চিঁ গলায় শোনা যাচ্ছে, 'ম'রে গেলুম, ম'রে গেলুম!'

মানিক তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিলে। সঙ্গে-সঙ্গে অতটুকু শরীরের পক্ষে অসম্ভব মোটা একটা পেট বেরিয়ে এলো, পা দুটো এই এক রত্তি—নেই বললেই হয়।

'উঃ—আর একটু হ'লেই মরেছিলুম আরকি!'

মানিক জিগেস করলে, 'তুমিই ভূত?'

ভূত ভয়ে-ভয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমিই ভূত। কিন্তু আমাকে আর মেরো না, আর মেরো না।' বলতে-বলতে প্রায় কেঁদে ফেললো বেচারা।

মানিকের বেজায় মন-খারাপ হ'য়ে গেলো। ও মা, এই নাকি ভূত? এই ভূত নিয়েই এত সব গল্প! কোথায় তালগাছের মতো লম্বা, ভাঁটার মতো চোখ, খাঁড়ার মতো লকলক করছে জিভ, গলার আওয়াজ বাজের মতো—দেখে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে,

আবার সাহসও ফলানো যাবে বেশ—তা তো নয়, ছোট্ট, এইটুকু, গোল একটা পুতুল-মতো, দেখে হাসি সামলানোই দায়। বেঁটে ভূতটার ওপর একটুও খুশি হ'তে পারলো না মানিক। ঐ চেহারা নিয়ে কষ্ট ক'রে ও না-এলেও পারতো। এমন ভূত না-দেখলেও চলতো তার। সে যখন বলবে, এই রকম ভূত সে দেখেছে, তেমন কি আর জমবে গল্পটা? হেসেই উড়িয়ে দেবে সবাই।

তবু—বেচারাকে সে না-জেনে মাড়িয়ে দিয়েছিলো ব'লে মানিকের মনে একটু কষ্টও হ'লো। জিগেস করলো, 'খুব লেগেছে?'

'না, না, লাগবে কেন?'

'তবে ও-রকম চ্যাচাচ্ছিলে যে?'

ভূত যেন ভয় পেয়ে ব'লে উঠলো, 'হ্যাঁ, লেগেছে বইকি।'

মানিক রেগে গিয়ে বললে, 'ঠিকমতো বলতে পারো না?' ব'লেই তার মনে হ'লো, এক্ষুনি হয়তো ভূতটা আবার কান্না জুড়ে দেবে; তাই সে তাড়াতাড়ি নিচু হ'য়ে ভূতের গায়ে কয়েকটা ফুঁ দিয়ে বললে, 'সেরেছে?'

'হ্যাঁ, সেরেছে।'

'বেশ, তাহ'লে এখন উঠে বোসো?'

ভূতের দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

'কী হ'লো আবার? উঠে বোসো না।'

আবার দীর্ঘশ্বাস।

এত দীর্ঘশ্বাস মানিকের ভালো লাগছিলো না; সে ভূতটাকে এক হাতে তুলে এনে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিলে; কিন্তু তক্ষুণি ভূতটা আবার চিৎ হয়ে প'ড়ে গেলো।

'এ কী ? বসতেও পারো না নাকি ?'

ভূত পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে চোখ মুছলো।

মানিক ওকে আবার তুলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পা-ই নেই তো দাঁড়াবে কী ক'রে ? ঠাশ ক'রে চিৎ হ'য়ে গেলো আবার। রুমালে চোখ ঢেকে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ক'রে কাঁদতে লাগলো ভূত।

মানিক তখন করলে কী, দুটো মোটা বই নিয়ে এসে ভূতটাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দু'দিকে ঠেশ দিয়ে দিলে। এবার ভূতটা দাঁড়িয়ে রইলো ঠিক। রুমাল নেড়ে মহানন্দে ঘাড় দোলাতে লাগলো। দেখে মানিকের ভয় হ'লো পাছে আহ্লাদে ফেটে যায়।

দুই

একটু পরে গম্ভীর হ'য়ে ভূত বললো, 'এসো আমরা গল্প করি।'

গল্প করতে পেলে মানিক আর কিছু চায় না; কিন্তু ভূতের মুখের গম্ভীর চেহারা দেখে তার বেজায় হাসি পাচ্ছিলো; অথচ মুখের ওপর হেসে উঠলে ও মনে কষ্ট পেতে পারে। তাই, হাসি লুকোতে গিয়ে মানিক কিছু বলতে পারলো না।

'তোমার নাম কি?' আলাপ শুরু করলো বেঁটে ভূত।

মানিক তখনো হাসি সামলাতে ব্যস্ত।

ভূত বললো, 'বলো, খোকা। কোনো ভয় নেই।'

এবার মানিক ভদ্রতা করতে পারলো না; হেসে উঠলো হো-হো ক'রে। ভূত একটু ব্যাজার গলায় বললো, 'হাসছো? আমি কি কোনো হাসির কথা বললুম?'

মানিক ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'না, না; আমার অন্য কথা ভেবে হাসি পাচ্ছিলো।'

'আমি কিনা শুনেছিলুম, ছোটো ছেলেরা ভূত দেখে ভয় পায়; তাই ও-কথা বলেছিলুম। রাগ কোরো না।'

'আমি অত কথায়-কথায় রাগ করিনে।'

'তবে কিসে করো? কথায়ই তো রাগ হয় মানুষের।' বেঁটে ভূত চোখ মিটমিট ক'রে এদিক-ওদিক তাকালে কয়েকবার, তারপর বললে, 'কই, গল্প করছো না?'

মানিক ভাবলে—বা, ও-রকম ক'রে বুঝি গল্প হয়? অমনি ফশ ক'রে ভূত ব'লে উঠলো, 'কী-রকম ক'রে হয় তবে?'

ভূতটা তার মনের কথা টের পেয়ে গেছে দেখে মানিক আমতা-আমতা ক'রে বললো, 'বেশ তো, করো না গল্প।'

ভূত নেহাৎ গায়ে-পড়া আহ্লাদি স্বরে বললে, 'আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না, খোকা; ছোটো ছেলেদের আমি খুব ভালোবাসি।'

খোকা-খোকা শুনে বড্ড রাগ হচ্ছিল মানিকের, কিন্তু সে ভাবলে ভূতটাকে একটু খুশি করাই যাক। বললে, 'সত্যি—আর একটু হ'লেই ভয় পেয়েছিলুম আরকি। তা ভূতদের মধ্যেও ছেলেমানুষ আছে তাহ'লে?'

'আছে না! আমরা নোটোভূতেরা সবাই খুব ভালো।'

'ও, তোমার নাম নোটো?' বাঃ, ভূতটা হঠাৎ বেজায় খুশি হ'য়ে ওঠলো, স্প্রিঙের মতো লাফাতে লাগলো মাথাটা, যেন ঘাড় থেকে ছিটকে যাবে। 'বেশ, বেশ! এই তো বেশ জমে উঠছে। এবার তোমার নামটি শুনি?'

মানিক চটপট জবাব দিলে, 'আমার নাম শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত: সবাই ডাকে মানিক ব'লে।'

'কী করো তুমি?'

'খাই, ঘুমোই, বেড়াই, খেলি, গল্প করি—'

'আহা—তা নয়, তা নয়। কাজকর্ম কিছু করো?'

'আমি কি বড়ো হয়েছি যে কাজকর্ম কিছু করবো?'

'তা বটে, তা বটে। ইস্কুলে পড়ো?'

'নিশ্চয়ই! মিত্র ইনস্টিটিউশন-এ ফোর্থ ক্লাশে পড়ি।'

'কেন পড়ো ?'

'বাঃ, পড়বো না ? সবাই তো পড়ে।'

'সবাই পড়ে ? দেশসুদ্ধু আর কি কোনো কাজ নেই কারো ?'

'বাঃ, এটাও বোঝো না ? সবাই মানে কি আর সবাই !'

'তবে ? সবাই মানে কি পদ্মফুল ?'

এ-কথার কী জবাব দেবে, মানিক ভেবে পেলো না।

'সে-কথা যাক,' বললো নোটো, 'আসল কথাই তো বললে না।'

'কোনটা আসল কথা।'

'কেন পড়ো ইস্কুলে ?'

মানিক একটু ভেবে জবাব দিলে, 'পড়লেই তো পাশ ক'রে, আর পাশ করলেই তো চাকরি হয়।'

'চাকরি কেন করবে ?'

'না-করলে—মানে—টাকা পাবো কোথায় ?'

'ও! টাকার জন্যে পড়ছো ?' খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো নোটো। 'ভুল! বিলকুল ভুল! টাকা চাও তো গামছা প'রে বড়োবাজারে বেগুন বেচো।'

'না আমি বেগুন বেচবো না। বেগুন বিচ্ছিরি !'

'আর তোমার পড়াই বুঝি সুশ্রী ? আচ্ছা শুনি তো কী কী পড়ো তুমি !'

মানিক গড়গড় ক'রে ব'লে গেলো, 'নেলসন্স রীডার পার্ট ফোর, সাহিত্য-সোপান, উপক্রমণিকা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, সরল ভূগোল, যাদবের অ্যারিথ্‌মেটিক, হল্‌ অ্যাণ্ড্‌ স্টিভন্‌স্‌ জিওমেট্রি পার্ট ওয়ান—'

নেটো হু'কানে আঙুল দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো 'থাক, থাক, আর শুনতে চাইনে। বাব্বাঃ—এও পড়ো—তুমি!'

মানিক মনে-মনে একটু খুশি হয়ে বললে, 'আরো আছে।'

'এত যে পড়ো, ভোলবার সময় পাও কখন ?'

মানিক ক্লাশের ভালো ছেলে; এ-কথায় সে একটু চ'টে গিয়ে বল্‌লে, 'ভুলবো কেন ? কখনো পড়া ভুলিনে।'

'আচ্ছা বেশ। এসো তোমার পড়া নিই।'

মানিক ভাবলে, কী মুশকিল—আজ রোববারটায় বেশ ছিলুম, এখন আবার ভূতের কাছে পড়া দিতে যাও! কিন্তু সে কিনা অত্যন্ত ভদ্র ছেলে, সহজে কোনো কথা অমান্য করে না, তাই সে বললে, 'বেশ, নাও পড়া।'

নোটো খানিকক্ষণ ঘাড় কাৎ করে' কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইলো; তারপর হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'বলো তো ইংলণ্ডের রাজধানী কী ?'

ও মা—এ আর একটা কী, খোকা যে মোটে ক্লাশ টু তে পড়ে, ও-ও তো জানে! মানিকের বেজায় হাসি পাচ্ছিলো, কিন্তু পাছে আবার ভূতটা কিছু মনে ক'রে বসে, তাই সে গম্ভীরমুখে জবাব দিলো 'লণ্ডন।'

'কী ক'রে জানলে ?'

'বাঃ, এ আর কে না জানে! বিশ্বাস না হয় বই খুলে ত্যাখো।'

'বইয়ে যা কিছু লেখা থাকে, সবই কি সত্যি ?'

'বাঃ, তা নয় তো কী ?'

'আচ্ছা, ধরো'—বইয়ে তো লেখা আছে, সদা সত্য কথা বলিবে—নেই কি? কিন্তু তুমি কি সব সময় সত্যি কথা বলো?'

এবারে মানিক বিপদে পড়লো। মানিক প্রায় সব সময়ই সত্যি কথা বলে, সত্যি বলাই তার অভ্যেস। কিন্তু এক-আধবার যে মিথ্যেও না বলেছে, এমন নয়। এই তো সেবার ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে ময়দানে খেলা দেখতে গিয়ে বাড়ি ফিরে বলেছিলো, ইস্কুলের মাঠে খেলা দেখে এলুম; আর-একবার তার ছোটো বোন পুতুলের হাত থেকে পড়ে একটা পেয়ালা ভেঙে যায়; সে মাকে বলেছিলো, মেনি উল্টিয়ে ফেলেছে। মেনিটা সত্যি ভারি লক্ষ্মী, কখনো কোনো জিনিশ ভাঙে না, ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তার খারাপই লাগছিলো। একটু ভেবে সে জবাব দিলে, 'তা অমন দু-একটা মিথ্যে কথা সবাই—মানে, অনেকেই বলে।'

'তবে যে বলছিলে বইয়ের সব কথাই সত্যি?'

'তাই ব'লে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন হবে না কেন?'

'তা—তা—' মিটমিটে চোখে তাকালো নোটো—

'আচ্ছা বলো তো আটের রংটি কী?'

'আটের আবার রং কী? আট কি একটা লজঞ্চুষ যে তার রং থাকবে?'

নোটো ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় দোলাতে-দোলাতে বললো 'তা বুঝি জানো না? ওদের সবারই একটা ক'রে রং আছে; চোখ বুজে যদি খুব ভালো ক'রে তাকাও, তা'হলে একটু পরেই দেখতে পাবে। যেমন ধরো, এক হচ্ছে শাদা, দুই হচ্ছে নীল, তিন হলদে—এমনি। আটের রং সবুজ। বুঝ্‌লে?'

মানিকের কাছে এ-সব কথা আজগুবি, অসম্ভব ঠেকছিলো; সে ব'লে উঠলো, 'যাঃ এ হ'তেই পারে না।'

'কেন পারবে না? তুমি একদিন কোনোখানে ছিলে না—আজ ছত্রিশ নম্বর হালদার রোডে আছো, ইস্কুলে আছো, আছো খেলার মাঠে, রাস্তায়—আরো কত জায়গায়। এ-ই যদি হ'তে পারলো, তা'হলে আটেরই বা সবুজ হ'তে দোষ কী? ভারি মজা করা যায়—বুঝ্‌লে? তুমি যদি লম্বা একটা অঙ্ক ভাবো, তা'হলে চমৎকার হয় দেখতে। ধরো, তুমি যদি ভাবো, এক লক্ষ তিন হাজার ছ-শো উনত্রিশ, তা'হলে দেখবে, পর পর নানা রকম রং সাজানো রয়েছে—ভারি মজা হয়। আমার যখন অন্য কাজ না থাকে, এমনি কোনো মস্ত অঙ্কের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটাই। যেদিন বৃষ্টি না হবে, তুমি তাকিয়ে থাকলেই দেখতে পাবে।'

'কেন? বৃষ্টি হ'লে কী হবে?'

'বৃষ্টিতে ওদের সব রং ধুয়ে যায় যে!'

'তারপর আবার রং লাগে কী করে?'

ফশ ক'রে নোটো বললো, 'সে-কথা থাক।' মানিক বলতে যাচ্ছিলো, 'থাকবে কেন? বলো না!' কিন্তু তার আগেই নোটো ব'লে ফেললো, 'আচ্ছা, এবার বলো তো সাত আর আটে মিলে কী হয়?'

আহা—এ আবার কেউ কাউকে জিগেস করে! একটা চৌবাচ্চা কি বাঁদরের অঙ্ক জিগেস করতো, তা'হলে বোঝা যেতো! নোটোটা একদম বোকা, কিচ্ছু লেখাপড়া শেখেনি। আবার ঐ বিদ্যে নিয়ে এসেছেন আমার পরীক্ষা নিতে!

'কই, বলছো না?'

মানিক ইচ্ছে ক'রে বললে 'তেরো।'

ভূত পকেট থেকে কাগজ-পেন্সিল বের ক'রে অনেক কাটাকুটি ক'রে কী-সব লিখ্‌লো। তারপর রুমাল দিয়ে কপাল মুছে বললো, 'হুঁ, রাইট।'

মনে-মনে খুব একচোট হেসে নিল মানিক। নোটোর সঙ্গে খুব মজা করা যাচ্ছে যা হোক। গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'মোটেও রাইট না। সাতে আর আটে পনেরো হয়।'

নোটো একটুও অপ্রতিভ না-হ'য়ে বললে, 'ও একই কথা— তিনটাকে পাঁচ ভেবে নিলেই হয়। বেশ সাতে আর আটে মিলে হ'লো পনেরো। আর?'

'সাতে আর আটে তো পনেরোই হয়। আবার কী?'

'সাতে আর আটে ছ্যাকছ্যাকও হয়।'

নোটোর ফাজলেমিতে বিরক্ত হয়ে মানিক বললে, 'যাও, তুমি কিচ্ছু বোঝো না।'

'ও তুমি জানো না বুঝি?' কান পর্যন্ত হেসে নোটো বলতে লাগলো, 'শোনো তবে। সাত যদি হয় গরম তেল আর আট যদি হয় কই মাছ, তা'হলে দু'য়ে মিলে হ'লো ছ্যাকছ্যাক। আবার ধরো, সাত যদি হয় তোমার চোখ, আর আট যদি হয় সাবানের ফেনা, তা'হলে হ'লো জ্বলুনি। সাত যদি হয় তোমার মুখ, আর আট যদি হয় আইসক্রীম তা'হলে হ'লো—'

এ-খেলাটা মানিকের মন্দ লাগছিলো না, সে ব'লে উঠলো, 'আরাম।'

নোটো হাততালি দিয়ে বললে, 'বাঃ, বাঃ! বেশ! ফাস্ট ক্লাস!'

উৎসাহ পেয়ে মানিক বলতে লাগলো, 'সাত যদি হয় কলার খোশা, আর আট হয় পণ্ডিত মশাইর পা—'

নোটো বললে, 'ধড়াম!'

মানিক বললে, 'সাত যদি হয় বেলা এগারোটা, আর আট যদি হয় বৃষ্টি—'

নেটো বললে 'ছুটি!'

মানিক বললে 'সাত যদি হয় হার্মোনিয়ম, আর আট ও-বাড়ীর রেণু-দি—'

'ঝালাপালা!'

এই খেলা কতক্ষণ চলতো, বলা যায় না, হঠাৎ নোটো ব'লে উঠলো, 'আচ্ছা, এখন তোমার সাহিত্য-সোপান থেকে একটা পদ্য আবৃত্তি করো তো।'

সে জন্যে আর ভাবনা কী! মানিক গড়গড় ক'রে ব'লে গেলো:

'ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ!
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে?
শোন চল চল ছল ছল
সদাই গাহিয়া চলেছে জল।
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা কার কোলে ব'সে দুলে?'

নোটো হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'কিচ্ছু হচ্ছে না, কিচ্ছু হচ্ছে না।'

'হচ্ছে না কী রকম ? বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ছাখো না।'

'শোনো, আমি বলছি।' ব'লে নোটো বাঁ চোখ বুজে বাঁ দিকে মাথা হেলিয়ে বলতে লাগলো :

'ওরে তোরা কি জানিস্ কেউ
কেন টমি করে ঘেউ-ঘেউ ?
ও যে লাফায়, চ্যাঁচায় নাচে,
এ-সব শিখেছে কাহার কাছে ?
যখন দক্ষিণে হাওয়া ছাড়ে
কেন হাই তোলে বারে-বারে ?
হঠাৎ আকাশে দু-চোখ তুলে'
কা'রে ডাকে ও মনের ভুলে ?'

এ-পর্যন্ত শুনে মানিক বলে উঠলো, 'কক্ষনো ও-সব বইয়ে নেই। তুমি বানিয়ে বলছো।'

নোটো খুব খুশি হ'য়ে বললে, 'ঠিক বলেছো। আমি আরো অনেক পদ্য বানিয়েছি—শুনবে ?'

পদ্য শুনে বেশি উৎসাহ হ'লো না মানিকের, তবু ভদ্রতা ক'রে বললে, 'আচ্ছা—শুনি।'

নোটো পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বের ক'রে সারা শরীর ভীষণবেগে দোলাতে-দোলাতে পড়তে লাগলো :

'এস্, কে, লাহা নামজাদা লোক বালিগঞ্জে ব্যারিস্টার,
তবু এমন অবাক কাণ্ড অমাবস্যা অন্ধকার।'

একটু চুপ ক'রে থেকে নোটো জিগেস করলে, 'কেমন লাগলো ?'

'এ-ই শেষ নাকি ?'

'না, না, শেষ হ'বে কেন?' নোটো ব্যস্তভাবে বললে, 'আরো অনেক আছে।' ব'লেই কাগজ উল্‌টিয়ে পড়তে লাগলো :

'এক যে ছিলেন বড়োবাবু বেলতলাতে,
ফুটপাথে তাঁর দেখা হ'লো বাঘের সাথে।
বাঘ বললে, "হালুম!"
বাবু বললেন, "গেলুম।"
দুদিন বাদে বাঘ মরলো কলেরাতে।'

একটু থেমে নোটো বললো, 'খুব ভালো লাগছে তোমার—না? তা'হলে আর-একটা শোনো :

ঝাপসা আকাশ আবছা আলোয় ঠাসা,
অন্ধকারে আলকাৎরার গন্ধ ;
চাঁদ খুঁজছে মনের মতন বাসা—
এখন খোকার জানলা হ'লো বন্ধ।'

মানিক ভাবছে, এখন তার কিছু বলা উচিত, এমন সময় ভয়ানক ভারি গলায় কে যেন ব'লে উঠলো, 'তা তো বুঝ্‌লাম, কিন্তু কাব্য কাকে বলে বলতে পারো?'

সঙ্গে-সঙ্গে নোটো চমকে উঠে তার কাগজের তাড়া পকেটে লুকিয়ে ফেলে, চোখ কপালে তুলে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো।

'আমার কথার জবাব দিচ্ছো না যে?'

মানিক তাকিয়ে দেখলো, মাথার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আর-একটা ভূত কটমট ক'রে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

তিন

নতুন ভূতটার চোখে চশমা, প্রকাণ্ড টাক-পড়া এক মাথা, শরীরটা এত পাৎলা আর শাদা যে কাগজের তৈরি মনে হয়। দেখে মানিকের ভারি মজা লাগলো; জিগেস করলে, 'তুমি আবার কখন এলে ?'

'তুমি তো ভারি বেয়াদপ ছেলে, দেখ্‌ছি।'

মানিক একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, আমি ভেবেছিলাম, আপনিও বুঝি ভূত।'

শাদা ভূত প্রচণ্ড স্বরে ডাকলে, 'নোটো !'

নোটো কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'স্যর।'

'এই ছেলেটাকে ব'লে দাও তো, আমি কে।'

নোটোর মুখ দিয়ে অনেক চেষ্টায় কথা বেরুলো, 'ইনি হচ্ছেন ডক্টর কার, প্রোফেসার।'

মানিক চট করে ডক্টর কারকে একটা নমস্কার ক'রে বললে, 'মাপ করবেন, আপনাকে আমি চিনতে পারিনি। বসুন।'

'ফের বেয়াদপি !'

মানিক ভয়ে ভয়ে বললে, 'আপনার বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগে ?'

'ডাক্তার আমাকে বসতে বারণ করেছে।'

'আচ্ছা, একটা কথা জানতে পারি কি ?'

'মাছ-ধরা আর তাস-খেলা ছাড়া আমার কাছে যে-কোনো বিষয় জানতে পারো।'

'আপনি মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?'

'ব'লে দাও তো নোটো।'

'তা বুঝি জানো না !' নোটো বললে, 'এঁর যে মাথার ব্যামো।'

'মাথার ব্যামো তো অ্যাস্পিরিন কি ভেরামন খেলেই পারেন—সেরে যাবে।'

'না, না, সে-রকম কিছু না! ইনি বড্ড মগজ খাটান কিনা সব সময়, তাই ডাক্তার এঁকে বলেছে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে। তাতে মগজ খুব সাফ থাকে জানো তো।'

মানিক একটু ভেবে বললে, 'কিন্তু আপনার কোনো অসুবিধে হয় না ?'

সে-কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে ডক্টর কার বলতে আরম্ভ করলেন, 'তা'হলে আমরা দেখছি যে কাব্যের মূলতত্ত্ব হচ্ছে বিশ্ব-সৃষ্টির কেন্দ্রগত চিরন্তন সত্য। যা সত্য, তা-ই সুন্দর, এবং সত্য ও সুন্দরের এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধেই শিবের আসন। যখন দিদৃক্ষু আত্মা অমেয়কে উপলব্ধি করে, যখন সাংসারিক অব্যবস্থিত-চিত্ততা অধ্যাত্ম-এষণায় স্তম্ভিত হয়, সেই ব্রহ্ম-চেতনায়, সেই উদ্‌বুদ্ধ শক্তিতে, সেই তরঙ্গায়িত ঐশ্বরিক জ্যোতিতে—'

মানিক হাঁ ক'রে শুনছিলো, এমন সময় বিশ্রী এক কাণ্ড হ'লো। নোটো বললে, 'হ্যাঁচ্ছো।' ডক্টর কার টেবিলের ওপর মাথা ঠুকে বললেন, 'এই নোটো হাঁচ্‌লি যে ?'

'আজ্ঞে সর্দি লেগেছে।'

'সর্দি লেগেছে তো আমার ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যাও।'

মানিক ভাব্‌লে, নোটোটা বুঝি আবার ফ্যাচ্‌-ফ্যাচ্‌ ক'রে কাঁদতে শুরু ক'রে দেয়; কিন্তু—অবাক কাণ্ড!—হঠাৎ দু'হাত ছুঁড়ে সে গলা ছেড়ে গান ক'রে উঠলো :

'ঠাণ্ডা হাওয়া মিষ্টি হাওয়া, লক্ষ্মী হাওয়া, শোন্ কথা,
অন্ধকারে ফুল ফোটাবি, করিসনে তার অন্যথা।'

অমনি কে যেন আর-একজন গেয়ে উঠ্‌লো :

দমকা হাওয়া ছোটে যখন, চমকে ওঠে বিদ্যুৎ,
সাগর-জলে ঢেউয়ের রোলে বাজনা বাজে অদ্ভুত।
আকাশ-পারে অন্ধকারে আমরা তখন গান গাই—'

নোটো গেয়ে উঠলো :

'গান গাই আর ঘুরপাক খাই আমরা মিলে সব ভূত।'

হঠাৎ একটা ভীষণ গোলমাল উপস্থিত হ'লো—কান ফেটে যায় আরকি। মানিক দেখলে, টেবিলটা ভূতে একেবারে ছেয়ে গেছে; বইয়ের ফাঁকে, দোয়াতের ভেতর, কাগজ-চাপার ওপর—যে যেখানে জায়গা পেয়েছে, দিব্যি গ্যাঁট হ'য়ে বসেছে সব। কেউ বাজাচ্ছে বাঁয়া-তব্‌লা, কেউ করতাল, কেউ স্যাক্সোফোন—মাঝখানে নোটো দাঁড়িয়ে ব্যাণ্ড মাস্টারের মতো হাত নেড়ে যাচ্ছে। এলাহি কাণ্ড! এদিকে ডক্টর কার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন; হঠাৎ চোখ খুলে মিটমিট ক'রে তাকিয়ে একবার 'এই—চুপ, চুপ করো তোমরা,' ব'লেই আবার ঘুমোতে লাগলেন।

মানিক হকচকিয়ে গেলো। এ আবার কী কাণ্ড! ভাবলে, নোটোকে ডেকে জিগেস করে, কিন্তু তক্ষুনি সবাই মিলে আবার গান জুড়ে দিলে :

'শূন্যে ঘুরে সূর্যিদেবের ভির্মি লাগে সন্ধ্যাকালে,
মুখ থুবড়ে মেঘের উপর পড়েন তিনি আচমকা তাই ;
আকাশটাকে মনের সুখে রাঙিয়ে দেন সোনার লালে,
সন্ধ্যাতারা তাকিয়ে ভাবে—আমি এখন কোনদিকে যাই ?'

মানিক তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'এই, আস্তে—আস্তে।'

নোটো বললে, 'কেন ? আস্তে কেন ?'

'মা পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছেন, তাঁর ঘুম ভাঙলে মা বকবেন।'

'তুমি কী বোকা!' নোটো হেসে বললে, 'গানে বুঝি ঘুম ভাঙে!—গানে আরো ঘুম পায়। দেখলে না, প্রোফেসর কার গান শুনতে-শুনতে কী-রকম ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

প্রোফেসরের বোজা চোখের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে মানিক চুপে-চুপে বললে, 'ছাখো, আমার মা ও-রকম নন্। ছুপুরবেলা কেউ গোলমাল করলে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায়।'

নোটো মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললে, 'গান বুঝি গোলমাল ?'

মানিক একটু ভেবে জবাব দিলে, 'তা বইকি। এই যেমন— সন্ধেবেলা রেণু-দি যখন গান করতে আরম্ভ করেন, পাড়ায় কার সাধ্যি বই নিয়ে বসে!'

এ-কথা শুনে নোটো খুব চিন্তাশীলভাবে নখ কামড়াতে লাগলো।

এমন সময় ভূতুড়ে মেয়েলি গলায় কে যেন বললে, 'তা বুঝি জানো না ?'

মানিক তাকিয়ে দেখ্‌লে, ও-মা, এ যে রেণু-দি নিজে! একটা গোলমতো বেশ বড় সাইজের আয়নার ভেতর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

মানিক বলতে যাচ্ছিলো—এ কী, রেণু-দি, আপনি—কিছু তার আগেই রেণু-দি আবার বলতে লাগলেন, 'কী ক'রেই বা জানবে ? সোসাইটিতে মেশা তো আর তোমার অভ্যেস নেই। এই তো সেদিন মিসেস গাঙ্গুলির বাড়ি যখন গেলুম, আমাকে দেখেই তিনি বললেন, "রেণু, একটা গান শোনাও তো।" আমি যখনই তাঁর বাড়ি যাই, তিনি আমার গান শুনতে চান। বড্ড ভালোবাসেন তিনি আমার গান শুনতে। বলেন, "রেণু, তোর গান শুনলে আমার শরীর ভালো হ'য়ে যায়।" তাঁর আবার শরীর বড্ড খারাপ কিনা, বছরে ছ-মাস তো বিলেতেই থাকেন। তাঁর নাৎনি শীলা—সে আবার আমাদের সঙ্গে পড়ে কিনা—তার জন্মই তো সুইৎসার্‌ল্যাণ্ডে, ভালো ক'রে ও বাংলাও বলতে পারে না। সেবার শীলার জন্মদিনে এক পার্টি হ'লো—শুনলে ভাই মনে করবে জাঁক কর্‌ছি, কিন্তু সত্যি বলছি—সত্যি ওরা গাড়ি পাঠিয়ে দিলে আমাকে নিতে, আবার গাড়ি ক'রে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলো। আর, টম্যাটো-স্যাণ্ডউইচ যা খেলুম, লাভলি! ও-রকম তোমরা কখনো খাওনি। বললে বিশ্বাস করবে না ভাই, সেদিন অত মেয়ের মধ্যে মিসেস গাঙ্গুলি আমাকেই গান গাইতে বললেন। আমার আবার সেদিন গলাটা ভালো ছিলো না, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। ব্যারিস্টর পি, মিটারের মেয়ে ছিলো সেখানে—তাঁদের একটা

রোলস-রয়েস আছে—বললে হয়তো ভাববে, বাড়িয়ে বলছি, আমার গান শেষ হওয়া মাত্র সে আমার কাছে এসে বললে, "কী সুইট তুমি গাও ভাই ; আমাদের বাড়ি কবে আসছো, বলো।" আমার নিজেরই ভারি অবাক লাগে—সত্যি কি আমি এতই ভালো গাই ?"

রেণু-দি দম নেবার জন্য একটু থামতেই মানিক জিগেস করলে, 'রেণু-দি, তুমি আয়নার ভেতর ঢুকলে কী ক'রে ?'

রেণু-দি হঠাৎ ভুরুর ওপর একটা পেন্সিল বুলিয়ে বললেন, 'চুপ, ফাজিল ছেলে !'

কোনো দোষ না ক'রে ধমক খেলে মানিকের বড় রাগ হয় ; সে বলতে লাগলো, 'আমি তো শুধু জানতে চাইলুম, তুমি আয়নার ভেতর—'

নোটো তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'রেণু-দি ভাবলেন, একেবারে আয়নার ভেতর ঢুকে থাকাই ভালো, অনেক সময় বাঁচবে।'

মানিক বুঝতে পারলে না, আয়নার ভেতর ঢুকে থাকলে সময় বাঁচবে কেন। ভাবলে, রেণু-দিকে কথাটা জিগেস করবে, কিন্তু রেণু-দির দিকে তাকিয়ে সে অবাক হ'য়ে গেল। রেণু-দি কতগুলো রং আর তুলি নিয়ে তাঁর মুখের ওপর লাগিয়ে যাচ্ছেন।

'ও কী, রেণু-দি ?' মানিক জিগেস করলে, 'তুমি তোমার মুখের ওপর ছবি আঁকছো কেন ? চার পয়সা দিয়ে একটা ড্রয়িংবুক কিনে নিলেই পারো।'

রেণু-দি তাঁর ঠোঁটে ম্যাপের ভারতবর্ষের মতো লাল একটা পোঁচ দিয়ে বললেন, 'তুমি তো ভারি রুড ছেলে দেখছি ; লেডিদের সঙ্গে কথা কইতে জানো না।'

মানিক কিছুতেই বুঝতে পারলে না, তার কথা শুনে রেণু-দি অত চ'টে উঠলেন কেন। মনে-মনে গজগজ করতে লাগলো। একটু পরে রেণু-দি বললেন, তুমি একেবারেই কোনো এটিকেট শেখোনি। কী ক'রেই বা শিখবে—বড়ো সমাজে তো মেশো না কখনো।'

এটিকেট কথাটা মানিক নতুন শিখেছে কিনা, তার ভারি মজা লাগ্‌লো। জিগেস করলে, 'এটিকেট বানান করো তো, রেণু-দি।'

রেণু দি হঠাৎ ভীষণ চ'টে উঠে বললেন 'বড্ড ফাজিল হয়েছো —না?'

মানিক অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে বললে, 'বানানটা একটু শক্ত কিনা—অনেকেই পারে না। তাই জিগেস করলুম।'

রেণু-দি তবু শান্ত না হ'য়ে বললেন, 'যাওঃ—তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাইনে।' ব'লে তিনি চোখের নিচে কালো-মতো কী একটা জিনিশ মাখাতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর মুখ 'মৌচাকে'র একটা রঙিন ছবির মতো হ'য়ে উঠলো।

খানিকক্ষণ সবাই কেমন চুপ হ'য়ে গেলো। তারপর মানিক বললে, 'বড়ো গরম।'

'হাঃ-হাঃ-হাঃ!' হাসির শব্দ শুনে মানিক তাকিয়ে দেখলো, এক অচেনা ভদ্রলোক খুব হাসিখুশি মুখ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর পরনে পাৎলুন আর শার্ট, গলায় একটা রংচঙে টাই। মানিকের চোখ তাঁর ওপর পড়তেই তিনি ব'লে উঠলেন, 'গরম তো লাগবেই! তোমাদের বাড়িতে কি দক্ষিণে জানলা আছে?'

এ-বিষয়ে মানিক কখনো খোঁজ করে' দ্যাখেনি; আন্দাজে বললে, 'তা কি আর নেই!'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'কী যে বলো তুমি ! কলকাতায় সব বাড়িরই কি আর দক্ষিণ খোলা থাকে ! তা সে-কথাই যদি বলো, তাহ'লে যেয়ো একবার আমার বাড়ি।'

'কোথায় আপনার বাড়ি ?'

'নয় নম্বর গোলাম ইদ্রিস লেন। রাস্তা থেকেই দেখবে, হ্যাট-র‍্যাকে অনেকগুলো টুপি ঝুলছে। তাই দেখে চিনতে পারবে।'

'আপনার বুঝি টুপির দোকান ?'

'না, না, তা হবে কেন ? আমি সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করি কিনা—আমাকে স্যুট পরতে হয়। আচ্ছা, এর আগে তুমি আমাকে স্যুট-পরা কখনো দ্যাখোনি—না ?'

এর আগে মানিক ভদ্রলোককে কোনো অবস্থাতেই কখনো দেখেছে ব'লে মনে করতে পারলো না, কিন্তু সে-কথা বলতে তার লজ্জা করলো। তাকে চুপ দেখে ভদ্রলোক তার উত্তর অনুমান ক'রে নিয়ে বললেন, 'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে, বলো তো ?'

মানিক ভদ্রভাবে জবাব দিলে, 'বেশতো।'

'চমৎকার—তা-ই নয় ? মফস্বলে দেখবে, সব অফিসাররা চোঙার মত পাৎলুন পরে—কলকাতায় কি আর ও-সব চলে ? দেখছো, কী-রকম চওড়া আর ঢোলা ! একে বলে অক্সফোর্ড ব্যাগ্ ! আর কী চমৎকার কাট-ছাঁট, দেখেছো ? আচ্ছা, এ-স্যুট-টা তৈরি করাতে কত খরচ পড়েছে, বলো দিকি ?'

'ষাট টাকা ?'

মহা খুশিতে ভদ্রলোক হেসে উঠলেন—'যা ভেবেছি ! সবাই ভুল করে দেখে। মনে করে, পোশাকটা অ্যাসকইথ-লর্ড-এ বা বড়ো

জোর গোলাম মহম্মদে তৈরি। আসলে কিন্তু এটা চাঁদনিতে তৈরি, আর সবসুদ্ধু খরচ পড়েছে, মোটে তের টাকা। অথচ দেখে তা বোঝবার জো নেই—কী বলো ?'

মানিক ভদ্রভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

'দ্যাখো', ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'বেশি খরচ করে ভালো জিনিশ কিনতে সবাই পারে, কিন্তু আমার নিয়ম হচ্ছে, পয়সাও খরচ করবো কম, জিনিশও কারো চাইতে কিছু খারাপ হবে না। এ-বিষয়ে আমার আলাদা একটা knackই আছে। এই যে টাইটা দেখছো —এটার কত দাম বলতে পারো ?'

মানিক অনেক কমিয়ে-সমিয়ে বললে, 'এ-ই, কত আর ? ছ' আনা ?'

ভদ্রলোকের মুখ আনন্দে জ্বল জ্বল করতে লাগলো।—'হ'লো না! আরো কম।'

'চার আনা ?'

'শোনো তবে। চোরবাজার থেকে দশ পয়সা দিয়ে এটি কিনেছি। অথচ দেখে যে-কেউ ভাববে, বারো আনার একটি পয়সা কম নয়।'

ব'লে ভদ্রলোক নিজের মনে অনেকক্ষণ হাসলেন। এ-সব কথা মানিকের ভালো লাগছিলো না, সে চুপ ক'রে রইলো।

হাসি থামলে পর ভদ্রলোকই আবার বলতে লাগলেন, 'যে-কথা বলছিলাম শোনো। কলকাতায় ও-রকম বাড়ি কপালগুণে পাওয়া যায়। আমার শোবার ঘরে দক্ষিণ দিকে চার-চারটে জানলা। খুলে রাখ'লে হাওয়ায় মশারি উড়িয়ে নিয়ে যায়।'

মানিক বললে, 'তাতে আপনার অসুবিধে হয় না ?'

'যা বলেছো! সবাই, দেখবে হাওয়া-হাওয়া করে' পাগল—অথচ আমার বাড়িতে হাওয়ার এমন উৎপাত যে এক-এক সময় এমনকি জানলা বন্ধ ক'রে রাখতে হয়! দক্ষিণটা একেবারে খোলা কিনা—বাড়িটার পরেই গলি, আর গলির ওপারেই মোটে একটা তেতলা বাড়ি, তারপর সব ফাঁকা। গরম কাকে বলে, আমার বাড়ির কেউ তা জানে না। শহরে যদি একটু হাওয়াও থাকে, আমার বাড়িতে তা আসবেই।'

মানিক চুপ ক'রেই ছিলো, কিন্তু ভদ্রলোক একটু থেমেই আবার বল্‌লেন, 'যদি হাওয়া না থাকে, বলছো ? তা হলেও ভাবনা নেই ; আমার একটা টেবল-ফ্যান আছে—সেটা চালিয়ে দিই।'

কিছু না-বললে ভালো দেখায় না ; তাই, 'বাঃ, বেশ তো!' মানিক বললে।

'যেয়ো কিন্তু একদিন।'

'জায়গাটা কোথায় ?'

'সে কী! তুমি গোলাম ইদ্রিস লেন চেনো না ? কল্‌কাতায় নতুন এসেছো বুঝি ?'

'আমি তো বাড়ি থেকে বেশি বেরোই না,' মানিক বললে, 'সব রাস্তা-ঘাট কী করে' চিন্‌বো ?'

'তা বটে, তা বটে। তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কী করে' জান্‌বে ? কিন্তু ও-রাস্তা রীতিমত ফেমাস—সবাই চেনে। তিন নম্বর বাস্‌-এ মৌলালির মোড়ে নেবে যে-কোনো লোককে জিগেস করলেই ব'লে দেবে। কবে আসছো, বলো।'

মানিক ক্ষীণস্বরে বললে, 'যাবো একদিন।'

'আমার ড্রয়িং রুমটা—বুঝলে?—খুব সুন্দর ক'রে সাজানো। না-ব'লে দিলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফার্নিচার। একবার হ'লো কী—ঢাকা থেকে একটি ছেলে এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাকে একটা জিনিশ দেখিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, "বলো তো ওটা কী?" সে বললে "গ্রামোফোন নাকি?" আমি বললুম, "এখানটা ধরে' একটু টান দাও তো।" টান দিতেই ড্রয়ার বেরিয়ে এলো। আমি হেসে বললাম, "কেমন?" ছেলেটি মাথা চুলকে বললে, "আশ্চর্য তো!" আসলে ওটা একটা ড্যাভেনপোর্ট, ও ভেবেছিলো গ্রামোফোন। একেবারে বাঙাল ভূত।'

নোটো এতক্ষণ টুঁ শব্দটি করেনি; এইবার হঠাৎ তেড়ে ব'লে উঠ্‌লো, 'দ্যাখো, ভূত ব'লে গাল দিয়ো না, ব'লে দিচ্ছি।'

ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন, 'না, না—গাল আর দিলুম কোথায়? অনেক সময় তো লোকে আদর ক'রেও ভূত বলে।'

নোটো তবু ঠাণ্ডা না হ'য়ে বললে, 'হ্যাঃ—! পাড়াগেঁয়ে ভূত, অজ ভূত, নোংরা ভূত—সবই আদর ক'রে বলা হয়, না? কেন বলো তোমরা ও-সব কথা? ভূতের বিষয়ে কী জানো তোমরা? কখনো তো একটা ভূত চোখেও দ্যাখো না!'

ভদ্রলোক একটু ভয়ে-ভয়ে জিগেস করলেন, 'ভূত কি সত্যি আছে?'

'ভূত যদি না-ই থাক্‌বে, তা হ'লে ভূতের সম্বন্ধে এত গল্প থাকে কী করে'? এদিকে তোমরা ভূত নিয়ে রাশি-রাশি গল্প বানাবে, আবার বলবে—ভূত নেই। আহ্লাদ আরকি!'

প্রোফেসর কার হঠাৎ ঘুমের মধ্যে মাথা ঠুকে ব'লে উঠলেন, 'হ্যামলেট ভূত দেখেছিলো।'

ভদ্রলোক জিগেস করলেন, 'হ্যামলেট কে ?'

নোটো বললে, 'ও, সে-গল্প বুঝি জানো না ?—

হ্যামলেট এক পাগলা ছেলে, দেখতে পেলো একদিন সে,
ভোরের আগে মাঠের ধারে আরো পাগল ভূত চিম্‌সে।
ভূতটা কেমন-হ্যাংলাপানা, অনেকটা তা'র বাবার মতো,
তার পরে তার মাকে এবং খুন করলে অনেককে সে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'এ কী রকম গল্প, আমি কিছু বুঝতেই পারলুম না।'

নোটো চট করে' বললে, 'তাহ'লে এটা শোনো—

'এক যে ছিলো নতুন কবি চিংড়িঘাটায়
পদ্য লিখে' মাসিকে সে নিত্যি পাঠায়।
ক'দিন পরে সম্পাদকের
চিঠি এলো : "আরো দু' সের
পদ্য পাঠান ; কয়লা এবার মাগ্‌গি বেজায়।"

—হাস্‌ছো না যে ?'

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি দাঁত বের ক'রে বললেন, 'এই যে হাসছি।'

'থাক,' নোটো বললে, 'এখন তোমাকে হাসতে হ'বে না। আগে এটা শুনে নাও—

দর্জিপাড়ায় ছিলো যে এক দস্যি ছোঁড়া,
তা'র ওপরে বাপের ছিলো শাসন কড়া!

চ'টে গিয়ে বাপ বললেন,
"তুই একটা গাধা, স্থরেন!"
ছেলে বললে, "তবু ভালো হই নি ঘোড়া!"

এবার ভদ্রলোক হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। 'হাসছো যে?' নোটো জিগেস করলে। 'বা, তুমিই না হাসতে বললে?'

'ও, আমাকে ঠাট্টা করছো না তো? তা বেশ, তা বেশ তাহ'লে এটা শোনো—

এক যে ছিলো স্থশ্রী মেয়ে অমরকোটে,
ঘর-বাড়ি সব ফাটতো যে তার হাসির চোটে।
মা বললেন, "তুই আজকে
ভুলেছিস্ কি দাঁত মাজতে?"
তারপরে তার হাসি শোনা যায় না মোটে।'

এটা শুনে ভদ্রলোকের মুখ যেন কেমন হ'য়ে গেলো; মুখ বুজে তিনি ফকফক ক'রে হাসতে লাগলেন।

হঠাৎ মানিক শুনতে পেলো, সে নিজেই বলছে—

'এক যে ছিলো লক্ষ্মী ছেলে মুর্শিদাবাদ,
আধেক রাতে ঘুম থেকে সে জাগলো হঠাৎ।
আবছায়া তার লাগলো চোখে,
ঘরের মধ্যে আর যেন কে!
ভালো ক'রে দেখলো চেয়ে—পূর্ণিমা-চাঁদ!'

নোটো হাত-তালি দিয়ে ব'লে উঠলো, 'শাবাশ! শাবাশ!' মনে-মনে একটু লজ্জিত হ'য়ে মানিক ভাবলে, এ আবার কী? সে-ও আজকে পদ্য বানাতে স্থরু করলে কেন?

পাঁচ

কিন্তু সে-কথা ভাবতে-ভাবতেই মানিকের মুখ দিয়ে আবার বেরিয়ে গেলো—

'আকাশ ভ'রে মেঘ ক'রে ঐ ঝড় উঠলো,
এদিকে লাল ফুলের মতো চাঁদ ফুট্‌লো।
মেঘেরা সব গেলো দ'মে—
ফুর্তিটা আস্‌ছিল জমে',
এমন সময় এ কী আবার আপদ জুটলো!'

মানিক অবাক থেকে আরো অবাক হ'য়ে গেলো। কী আশ্চর্য, সে আবার পদ্য বানাতে শিখলো কবে! এইবার বোধহয় সত্যি তাকে ভূতে পেয়েছে।

এদিকে নোটোর কিন্তু মহা ফুর্তি। দু'হাত তুলে চিৎকার ক'রে সে বলতে লাগলো, 'চমৎকার! চমৎকার!' ব'লেই ওপরের দিকে তাকিয়ে ঝাঁ ক'রে আউড়ে গেলো—

জ্যোছনা রাতে জ্বলছে খিদে বাঘের পেটে,
বালির ওপর চলেছে সে থাবা কেটে।
আকাশ-পানে চেয়ে থেকে
ভাবলো সে-বাঘ, সেখানে কে
রেখেছে এক আস্ত হরিণ-মাথা এঁটে।'

মানিক ভাবলে, এ তো মন্দ মজা নয়। সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথার ভেতরটা যেন কেমন ক'রে উঠলো। সে বললে,

'বললে এসে মিষ্টি হেসে,
'না শোও যদি বাঁ কাতে,

রাত দুপুরে অন্ধকারে
ধরবে এসে ডাকাতে। *
কিংবা যদি ডান কাতে শোও,
চিৎ হ'য়ে শোও অথবা।
আসবে ওরা মশার মতো,
বানের জলের মতো বা।'

সঙ্গে-সঙ্গে নোটো বললে,

'বললে এসে মুচকি হেসে,
'এবার হ'লো শীতান্ত,
গ্রীষ্ম এখন নামবে, যদি
বর্ষা না হয় নিতান্ত।
এখন যদি সুড়সুড়ি দাও
ভুলে কিম্বা আহ্লাদে,
অমনি পাগল হ'য়ে যাবো
আজ তা হ'লে কাল বাদে।'

মানিক বললে :

'বললে এসে হঠাৎ হেসে,
'কাট্‌বে না কি কান ক'টা ?
এমন ভীষণ চ্যাচাবো যে
বুঝবে তখন কাণ্ডটা।
তবু যদি ভয় পাবে না,
তা হ'লে আর করবো কী ?
পায়ের কাছে চৌকাঠেতে
কপাল ঠুকে মরবো কী ?'

* এই চার লাইন পদ্য আমার স্বর্গত বন্ধু পরিমল রায় মুখে-মুখে রচনা করেছিলেন।

নোটো বললে :

'বললে এসে খামকা হেসে—
কী বললে, তা বলবো না,
যতই সাধো, পায়ে ধরো,
কক্ষনো আর গলবো না।
ঢের সয়েছি জুলুম, এবং
ঢের দিয়েছি আশকারা,
তাই ব'লে সব গোপন কথা
চলবে না আর ফাঁস-করা।'

মানিক বললে,

'বললে এসে শুকনো হেসে—'

কিন্তু হঠাৎ নোটো ব'লে উঠলো, 'থামো, থামো। শোনো সবাই।'

টেবিলের ওপর ভূতের দল একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে ঠিকঠাক হ'য়ে নোটোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

গলা-খাঁকারি দিয়ে নোটো বলতে লাগলো ; 'সমবেত ভূতগণ, আপনারা সবাই জানেন কেন আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, সুতরাং সে-কথা ব'লে আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না। সভার কার্য অতি সুসম্পন্ন হয়েছে, এখন শেষ সংগীতটি হ'য়ে গেলেই সভা-ভঙ্গ হ'তে পারে।'

অমনি খোল করতাল ঢোল বাঁয়া-তবলা স্যাক্সোফোন ব্যাঞ্জো সব একসঙ্গে বেজে উঠলো ; ভূতগুলো এক-এক ক'রে টেবিল থেকে

মেঝেয় লাফিয়ে পড়ে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো ; আর নাচের সঙ্গে সঙ্গে তুমুল গান চললো :—

এবার যাবার সময় হ'লো, ছুটলো হাওয়া, জাগলো ঢেউ,
গান গেয়ে যাই আমরা সবাই না-ই যদি বা শুনবে কেউ।
শুনবে যদি—বেশ তো, শোনো, তাতেও মোদের আপত্তি নেই,
কী বলবে তা ব'লে ফ্যালো, মেনে নেবো শপথ বিনেই।
ভাবছো বুঝি, বেশ তো ছিলাম, হঠাৎ এরা কেন এলো ?
—দেখছো না কি, ছেঁড়া মেঘে আকাশ হ'লো এলোমেলো ?
দেখছো না, চাঁদ কেমন ক'রে তাকিয়ে আছে মুখ-পানে সে,
আকাশে পথ হারিয়ে ফেলে ভাবছে যাবে কোনখানে সে।
সকালবেলায় পূবের আকাশ আগুন লেগে লাল হ'লো,
বাঁধ খুলে' দাও, ঘাট ছেড়ে যাও, হাওয়ার মুখে পাল তোলো ॥
মনের কথা তারায়-তারায় ছড়িয়ে গেলো চুপ ক'রে
মাঝখানে গ্যাখ জ্বলছে আলো অন্ধকারের রূপ ধ'রে।
তাই বলি ভাই সব ভুলে যা, খুলে দে তোর ঢাকনাকে,
আকাশ ভ'রে টুক্‌রো ক'রে ছিটিয়ে দে তোর আপনাকে।
মস্ত আকাশ, ফাঁকা আকাশ গানের সুরে টলমলায়,
দস্যি হাওয়ার ঘোড়ায় চ'ড়ে সবাই মিলে চল সেথায়।
মন্দ বলো, দিব্যি গালো, পায়ে পড়ো আর যা-ই বলো,
কিচ্ছু কেয়ার করি নে কো—সেইখানেতেই যাই চলো।'

গান যতই এগোতে লাগলো, ভূতেদের নাচ তুমুল থেকে তুমুলতর হ'তে লাগলো। এ ওর হাত ধ'রে গোল হয়ে বনবন ক'রে এমন জোরে ঘুরতে লাগলো, যে তা দেখেই মানিকের মনে হলো, তার চারিদিকে ঘরের দেয়ালগুলো যেন ঘুরছে। একটু পরে সে

বুঝতে পারলে, ওমা, সত্যিই তো তা-ই। দেয়ালগুলোকেও ভূতে পেলো নাকি—বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরছে তো ঘুরছেই। মানিক ভাবলে, এই বুঝি পৃথিবীর ঘোরা! পৃথিবী যে ঘোরে, তার হাতে-হাতে এমন প্রমাণ পেয়ে যাবে, সে কখনো ভাবে নি। ঘোরার বেগ ক্রমেই বাড়ছে, খানিক পরে মানিকের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। তার চোখ ঝাপসা হ'য়ে এলো, তার কানের কাছে যেন লক্ষ-লক্ষ পোকা একসঙ্গে গান জুড়ে দিয়েছে। তার মনে হ'লো, সে এক্ষুনি প'ড়ে যাবে ; কিন্তু পড়া দূরে থাক, হঠাৎ তার মনে হ'লো, সে যেন মেঝের একটু ওপরে উঠে গেছে। দেখতে-দেখতে সে জানালার কাছে উঠে দাঁড়ালো—কে যেন তাকে ঠেলে দিচ্ছে, কিছুতেই থামতে পারছে না। মানিক ভাবলে, কী মুশকিল, এখন জান্‌লার শিকের সঙ্গে মাথা ঠুকে যাক আরকি! কিন্তু—কী আশ্চর্য!—শিকের ভেতর দিয়ে সে অনায়াসে গ'লে গেলো, তার গায়ে একটুও লাগলো না—শিকগুলো যেন নেই। জানলা দিয়ে গ'লে সে চ'লে এলো একেবারে বাইরে—তবু সে ওপরে উঠেই চলেছে। ওপরে, আরো ওপরে।

ছয়

নিচে তাকিয়ে মানিক দেখলে, ছবির মতো কলকাতার শহর সাজানো; সমস্ত কলকাতাকে একসঙ্গে দেখে সে হঠাৎ একেবারে অবাক হ'য়ে গেলো—কী আশ্চর্য! এত সুন্দর কলকাতা! মানিক চারদিকে একবার তাকালো; ঐ তো মনুমেণ্ট, সেণ্ট পলস, ভিক্টরিয়া মেমোরিয়েল্, টাওয়ার হাউস—রোদে ঝলমল করছে গঙ্গা তার ওপর জাহাজগুলোকে ভালো ক'রে বোঝাই যায় না; আর রাস্তার ট্রাম-বাস্ দেখে তো সে হেসেই কুটি—কী ছোট্ট, ওতে মানুষ চড়ে! তাদের বাড়িটা বের করবার জন্যে সে অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু সে-অরণ্যের মধ্যে কোথায় যে তা মিশে রয়েছে, কিছুতেই সে খুঁজে পেল না। তার বেজায় শখ ছিলো এরোপ্লেন থেকে শহরটাকে দেখবার; যাক, সে ভাবলে, এরোপ্লেনে না-চ'ড়েও তা দেখে নিলুম। এর পর যখন এরোপ্লেন চড়বো, পুতুল যদি থাকে সঙ্গে, মনুমেণ্টটা অত ছোটো দেখে আমি মোটেও অবাক হবো না, আর তা-ই দেখে পুতুল যাবে অবাক হ'য়ে। কী মজাই হবে তখন। আচ্ছা, আমি যদি এখন ধপা—শ ক'রে প'ড়ে যাই, তাহ'লে তো হাড়গোড় সুদ্ধ ছাতু হ'য়ে যাবো একেবারে। কিন্তু কথাটা ভেবে তার একটুও ভয় করলো না; তার কেমন-যেন মনে হ'তে লাগলো, সে কক্ষনো প'ড়ে যাবে না। আচ্ছা, আমার ভয় করছে না কেন, মানিক ভাবলে, শূন্যে ঝুলতে থাকলে সবারই তো ভয় করবার কথা! আর, আমি তো নেল্‌সন

নই যে ভয় কাকে বলে জানিনে। অন্ধকারে একা ঘরে থাকতে এখনো তো আমার—ঠিক যে আমার ভয় করে, তা নয়, একটু খারাপ লাগে আরকি। হয়তো এখন মনে-মনে আমি ভয় পাচ্ছি, কিন্তু তা টের পাচ্ছিনে। ভয় পেলে আবার টের পায় না কী ক'রে? দূর ছাই—সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, আমি প'ড়েই বা যাচ্ছিনে কেন? ভূগোলে লেখা আছে, পৃথিবীর একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, তারই টানে যে-কোনো জিনিশ ওপরে ছুঁড়ে দিলে আবার মাটিতে এসে পড়ে, তারই জন্যে গাছ থেকে আপেল পড়ে। তা না-হ'লে আপেলটা কী করতো? হয়-তো শোঁ ক'রে ওপরে উঠে আকাশে হারিয়ে যেতো—কোথায় যেতো? আকাশটা তো ফাঁকা জায়গা—আপেলটা সেখানে থাকতো কোথায়? মানিক খানিকক্ষণ ভাবলে, কিন্তু ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলে না। যাই হোক—সে মীমাংসা করলে—ভাগ্যিশ মাধ্যাকর্ষণ আছে, নইলে আমরা তো কেউ আপেল খেতেই পেতুম না। কিন্তু আপেলের মতো আমারো তো এখন প'ড়ে যাওয়া উচিত—আমি কেন পড়ছি না? ফল পড়ে, পাতা পড়ে, বল পড়ে, ঢিল পড়ে—কেবল আমার বেলাতেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খাটছে না কেন? হয়তো কোনো-কোনো সময় তা এমনিই খাটে না, ভূগোলে সে কথা লেখা নেই। না কি আমি উড়তে শিখলুম? সে তার হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখলে, না, তারা তো নড়ছে না। তাকে কোনো চেষ্টাই করতে হচ্ছে না, আলগোছে ভাসতে-ভাসতে সে ওপরে উঠে চলেছে। একটা লিফট যেন তাকে আস্তে-আস্তে তুলে নিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু একটু ঝাঁকুনি নেই, দোলা নেই, সে যে চলেছে, তা ভালো ক'রে টেরও পাচ্ছে না। এ আবার

কী রকম যাওয়া, মানিক ভাবলে, যদি বুঝতেই না পারলুম যে যাচ্ছি, তা হ'লে আর যাওয়া হ'লো কী? কত জোরে যাচ্ছি, তাও বোঝা যাচ্ছে না। ট্রেনে যখন যাই, দু-পাশের মাঠ, গাছ আর টেলিগ্রাফের তারগুলো ছুটে চলে—তা-ই দেখে বুঝি, গাড়ি খুব জোরে ছুটেছে। কিন্তু এখানে কী দেখে বুঝবো? সবদিকই যে ফাঁকা—এদিক-ওদিক ব'লেও কিছু নেই, সব দিকই সব দিক। কেবল নিচের দিকটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। নিচে তাকিয়ে মানিক দেখলে—ওমা, কলকাতাকে যে আর চেনাই যায় না। তাসের খেলাঘরের মতো কতকগুলো বাড়ি—ফুঁ দিলেই যেন উড়ে যাবে। রাস্তাগুলো যেন কাগজের ওপর হিজিবিজি কালির আঁচড়, গঙ্গা একটা রুপোলি রিবন। সবটা মিলে যেন কোনো মেয়ের বাড়ি-বাড়ি খেলা। মানিকের ভারি হাসি পেলো। কলকাতা বড়ো শহর ব'লে যারা জাঁক করে, তারা দেখুক একবার এখান থেকে কলকাতাকে।

বাড়ির কথা তার মনে পড়লো। মা তাকে এস্‌প্লানেডেও একা যেতে দিতে চান না, আর সে এখন সবার অজান্তে, নিজেরও অজান্তে চ'লে এসেছে কোথায়, কতদূরে! কী মজা! তাকে বাড়িতে না-দেখে মা বলবেন, 'দেখে আয় তো লছমন, মানিক বুঝি ও-বাড়ি গিয়ে ক্যারম খেলতে বসেছে।' কিন্তু সে যে কোথায়, তা কেউ জানে না, ভাবতেও পারে না। কী মজা! কী মজা! পুতুল জানলায় ব'সে হয়তো পাখিদের উড়ে যাওয়া দেখছে, কিন্তু তার দাদাও যে ঐ আকাশে, পুতুল তা কী ক'রে ভাববে? সে তো আর তাকে দেখতে পাবে না, অ-ত ওপরে তার চোখই যাবে না। সে ভাববে, দাদা

বুঝি তা'কে ফাঁকি দিয়ে গেছে সিনেমা দেখতে। পুতুল, পুতুল, তুই যদি জানতিস আমি এখন কোথায়।

ভাবতে-ভাবতে মানিকের খেয়াল ছিলো না, হঠাৎ কতগুলো কালো-কালো ধোঁয়া চারদিক থেকে তাকে জাপটে ধরলো। তার মনে হ'লো, একটা কালো গর্তের মধ্যে সে আস্তে-আস্তে ঢুকে যাচ্ছে। ধোঁয়াগুলো ক্রমেই ঘন হ'য়ে ভারি হ'য়ে উঠতে লাগলো; তার চোখের সামনে সব এলো কালো হ'য়ে। মানিক ভাবলে, আমি কি রেলগাড়িতে যাচ্ছি নাকি, আর এটা কি একটা সুড়ঙ্গ? কিন্তু কেমন ঠাণ্ডা সুড়ঙ্গ, ভিজে-ভিজে মনে হয়। ও—ও, এতো আর কিছুই নয়, নিশ্চয়ই আমি একটা মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বাইরে থেকে মেঘ দেখে কত-কিছু মনে হয়, কত অদ্ভুত রকমের চেহারা হয় তাদের, কিন্তু এখন দেখছি মেঘ কিছুই নয়, শুধু ধোঁয়া।

মানিক ভাবছে, এত শিগ্‌গির যখন মেঘের মধ্যে এসে পড়লাম, তখন মেঘ ছাড়িয়ে যেতেই বা আর কতক্ষণ। এমন সময় কে তাকে জিগেস করলে, 'কেমন লাগলো, বলো তো?'

এ কী? নোটো যে!—'তুমি কোত্থেকে?'

'কোত্থেকে আবার? তোমার সঙ্গেই তো আছি।'

'তাহ'লে আগে তোমাকে দেখি নি যে?'

'আমি তোমার জামার পকেটে ঢুকে এলুম কিনা।'

'জামার পকেটে ঢুকে এলে! কী-রকম?'

'বুঝলে না—আমাকে পালিয়ে আসতে হ'লো যে। আমাকে আসতে দেখলে ওরাও কি আর না-এসে ছাড়তো! তাই ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে টুক করে তোমার পকেটে ঢুকে গেলুম। যাক—

ভালোই হ'লো ভাই ; দু'জনে মিলে বেশ বেড়ানো যাবে। এখন এসো এসো একটু জিরিয়ে নিই।'

'এখানে জিরোবো কোথায় ?'

'এসোই না।'

একটু দূরে মানিক দেখতে পেলো স্বপ্নের মতো সুন্দর এক বাড়ি, স্বপ্নের মতোই ঝাপসা। মনে হয়, বাড়িটা যেন কুয়াশা দিয়ে তৈরি, এক্ষুনি গ'লে মিলিয়ে যাবে। আগাগোড়া পাৎলা ছাই রঙের— ভারি ঠাণ্ডা রংটি। মানিক ভাবলে, সূর্য জল শুষে নেয়, আর সেই বাষ্প মিলে মেঘ তৈরি হয়—তা-ই তো জানতুম ; মেঘের মধ্যে আবার বাড়ি হ'লো কোত্থেকে ? কিন্তু গেলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে যে এতে সে মোটেও অবাক হ'লো না ; ভয়ানক রকম আজগুবি কিছু ঘটলেও এখন আর সে অবাক হয় না ; এ-সব তার স'য়ে গেছে।

দু'জনে বাড়িটার ভেতরে গিয়ে ঢুকলো—না, ঠিক মতো বলতে গেলে বাড়িটাই ওদের নিজের ভেতরে টেনে নিলে, যেন চারিদিক থেকে এসে ঘিরে ফেললে ওদের। বা রে, একটাও দেখছি দরজা নেই, আমরা এলুম কী ক'রে ? দেয়ালগুলো দেখতে এত নরম আর ঠাণ্ডা যে মানিকের ইচ্ছে হ'লো ছুঁয়ে ছাখে, কিন্তু তার হাতে কিছুই লাগলো না। বাঃ, বেশ তো মজা, দেয়াল আছে, অথচ নেইও ; ভেতর দিয়ে কিছু দেখা যায় না, অথচ অনায়াসে চ'লে যাওয়া যায়।

ভেতরে প্রায় রাতের মতো অন্ধকার, আর ঠাণ্ডা—কী চমৎকার ঠাণ্ডা। মানিক একবার মা-র সঙ্গে দেওঘরের মন্দিরের ভেতর

ঢুকেছিলো, সে-কথা তার মনে পড়লো। বাবাঃ, কলকাতায় কী গরম—পাগল হ'য়ে যাই আরকি। এবার শরীরটাকে একটু জুড়িয়ে নিই। ইস্কুল ছুটি হ'লে অবশ্য আমাদের দার্জিলিঙ যাবার কথা আছে—কিন্তু ছুটি হ'তেই তো এখনো ছাই মাসখানেক দেরি। আর—মেঘের বাড়িই আমি দেখে গেলুম, দার্জিলিঙ্ যাবার আর শখ নেই আমার। পুতুলকে বলবো—ছাই দার্জিলিঙ্! তুই যদি একবার মেঘের দেশে যেতিস তাহ'লে দার্জিলিঙের নামে আর লাফাতিস না। পুতুল চোখ বড়ো করে বলবে, ও মা! মেঘের দেশে আবার যায় কী করে? আমি গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বলবো, এই তো মজা!

পাশ থেকে নোটো বললে, 'চলো সব ঘরগুলো দেখবে।'

নোটোর সঙ্গে মানিক অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে ঢুকতে লাগলো। শেষটায় সে বললে, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ভাই, কিছুই যে দেখতে পাচ্ছিনে।'

তার মুখের কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই হঠাৎ যেন একসঙ্গে এক-শো ইলেকট্রিক আলো জ্ব'লে উঠলো; অন্ধকারে তবু কিছু দেখা যাচ্ছিলো, কিন্তু এখন সে যেন একেবারে অন্ধ হ'য়ে গেলো, এত উজ্জ্বল সে-আলো।

সাত

আলোটা তা'র চোখে স'য়ে গেলে সে দেখলো, এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ; গলানো সোনার মতো তার গায়ের রঙে সমস্ত আকাশ আলো হ'য়ে গেছে। এত সুন্দর কোনো মানুষ—কি অন্য-কোনো কিছুই—মানিক আগে কখনো চোখে ছাখেনি। খানিকক্ষণ সে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে রইলো।

মেয়েটি জিগেস করলে, 'কে তুমি?'

মানিক ভয়ে-ভয়ে জবাব দিলে, 'আমি মানিক।'

'মানিক তো তোমার নাম। তুমি কে?'

আমি মানিক—এ-কথা বললেই তো সবাই চেনে ; তার বেশি আর কী বলা যায়? মানিক ভাবছে, এর কী জবাব দেয়া যায়, এমন সময় শুনতে পেলো, নোটো বলছে :

বজ্র গর্জায়, বাতাস ছাড়ে,
পৃথিবী কেঁপে ওঠে অন্ধকারে ;
বৃষ্টি পড়ে আর সৃষ্টি ঝরে,
রাত্রি কেঁপে ওঠে ঝড়ের স্বরে ;
ঝলসায়, চমকায় অদ্ভুত বিদ্যুৎ,
অদ্ভুত বিদ্যুৎ চমকায়, ঝলসায় ;—
ঝড়ের চীৎকার, তুমুল তোলপাড়,
বজ্র গর্জায়, রাত্রি মূর্ছায়—
ঝলমল উজ্জ্বল সুন্দর বিদ্যুৎ,
সুন্দর বিদ্যুৎ ঝলসায়, ঝলকায়।

ও, এ-ই হচ্ছে বিদ্যুৎ, মানিক ভাবলে, আমার অবিশ্যি আগেই বোঝা উচিত ছিলো, এত সুন্দর কি আর-কেউ হ'তে পারে! নোটোর মুখের ছড়াটা শুনে তার হিংসে হচ্ছিলো—সে যদি ও-রকম একটা তৈরি করতে পারতো! অমান তার মনে হ'লো, এই একটু আগেই সে না পদ্য তৈরি করতে শিখলো—এরই মধ্যে ভুলে গেলো নাকি? একটু চেষ্টা ক'রে দেখা যাক না। কিন্তু চেষ্টা তাকে মোটেও করতে হ'লো না; কে যেন কোথায় একটা সুইচ টিপে দিলে, আর তার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগলো:

সুন্দর বিদ্যুৎ, যেই তোমা দেখলুম,
তক্ষুনি ছুটলো চোখ থেকে সব ঘুম।
চোখ থেকে, মন থেকে টুটলো ঘুম সব,
এত সুন্দর তুমি ঘুমোনো কি সম্ভব?
তুমি এত সুন্দর বুক কাঁপে থরথর
ভয় করে, ভালো লাগে—এ কেমন জাগলুম্!
এমন ভয়ংকর, অদ্ভুত সুন্দর—
বিদ্যুৎ, এই খুব তোমারে যে দেখলুম।

—'তা যা-ই বলো ভাই, আমার চোখে কিন্তু এমন কিছু সুন্দর লাগছে না। রংটা ফর্শা বটে, কিন্তু বড্ড চড়া।'

রেণু-দির গলা না? তাই তো, এখানেও যে আয়নাসুদ্ধু রেণু-দি এসে হাজির। আর সেই স্যুট্-পরা ভদ্রলোকও যে! এরা আবার কখন এলো?

স্যুট-পরা ভদ্রলোক মানিককে বললেন, 'তুমি এতদূরে এখানে আসতে পারলে, আর আমার বাড়ি একবার যেতে পারলে না!'

'আমি তো এখানে আসিনি,' মানিক বললে, 'মানে—কী ক'রে যে এলুম, বুঝতে পারলুম না।'

ভদ্রলোক রুমালে কপাল মুছে বললেন, 'গরম লাগছে না তোমার?'

'গরম? কই, না—'

'গরম না লেগে উপায়ই বা কী, বলো? এ-বাড়ির কি দক্ষিণ খোলা? এমনকি, একটা ফ্যান যে থাকবে, তা-ও নয়।'

বিদ্যুৎ জিগেস করলে, 'ফ্যান কী জিনিশ?'

'ফ্যান কাকে বলে জানেন না?' ভদ্রলোক গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন, 'মফস্বলে থাকবার এ-ই হচ্ছে ফল। ইলেক্‌ট্রিসিটি যেখানে নেই, মানুষ সেখানে কী ক'রে বাঁচে, আমি তো ভেবে পাই নে।'

নোটো মানিকের কানে-কানে বললে, 'দেখলে কাণ্ডটা? এত ক'রে পালিয়ে এলুম, তবু এরা ছাড়লে না। জ্বালাতন আরকি!'

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'আমার বাড়িতে—বুঝলেন—একটা ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান আছে—' কিন্তু তাঁর কথা শেষ হ'বার আগেই বিদ্যুৎ ডাকলে, 'নোটো!'

'আজ্ঞে।'

'এর মাথাটা কেটে ফ্যালো তো।'

বলতেই সমস্ত বাড়িটায় ঝাঁকুনি সুরু হ'লো—ইষ্টিমার যখন ফুল্‌ স্পীডে চলে, তখন যে-রকম হয়। বিদ্যুৎ ভদ্রলোককে বললে, 'তোমার হাঁটুর ঠকঠকানি শিগ্‌গির থামাও—বাড়িসুদ্ধ ভেঙে পড়বে যে।'

এ-কথা শুনে অত ভয়েও ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, 'এত ঠুনকো বাড়ি আপনার? আর, আমার বাড়ি এত

মজবুত যে রোজ সন্ধ্যেয় আমার স্ত্রী চেঁচিয়ে গান করেন—তবু তা ভেঙে পড়ে না।'

রেণু-দি এতক্ষণ তাঁর নখগুলোকে রঙিন ক'রে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন; এইবার ব'লে উঠলেন, 'তা গানের কথাই যদি তুললেন, তাহলে শুনুন। শীলা—সে হচ্ছে গিয়ে মিসেস গাঙ্গুলির নাৎনি, সুইৎসারল্যাণ্ডে তার জন্ম—শীলা যখনই আমার গান শোনে, বলে, "তোর গান শুনলে ভাই আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে করে।"

মানিক বললে, 'কী ভয়ানক কথা! একদিন যদি উনি সত্যিই মরে যান?'

রেণু-দি ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তোমার এ-সব বিষয়ে কথা বলবার দরকার কী? চুপ করো!'

এতবার ধমক খেয়ে মানিকের রীতিমতো মন-খারাপ হ'য়ে গেলো! মনে-মনে সে প্রতিজ্ঞা করলে, রেণু-দির সঙ্গে আর কথাই বলবে না।

এদিকে রেণু-দি বিদ্যুৎকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না—একটা কথা বলি। আপনি যদি মাঝে-মাঝে বিউটি পার্লারে যান, তাহ'লে মোটামুটি ভালো চেহারা করতে পারেন। আপনার যা দরকার, তা হচ্ছে ইলেকট্রিক মাসাজ—'

এ পর্যন্ত শুনেই বিদ্যুৎ ডাকলে, 'নোটো!'

'আজ্ঞে।'

'এর মাথাটা কেটে ফ্যালো তো।'

অমনি রেণু-দি সুর ক'রে কাঁদতে লাগলেন। মানিকের কানে তা অনেকটা এই রকম শোনালো:

রে গা মা পা সা নি গা রে
প্যাচ্ প্যাচ্ ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ প্যাচ্ প্যাচ্
প্যাচ্ ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ প্যাচ্ প্যাচ্ ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ প্যাচ্।

এতক্ষণ মানিক লক্ষ্য করেনি—ঘরের একপাশে প্রকাণ্ড একটা যন্ত্র, অনেকটা পিয়ানোর মত দেখতে। হঠাৎ নোটো করলে কী, এক লাফে সেটার ওপর চ'ড়ে ধেই-ধেই ক'রে নাচতে লাগলো, আর রেণু-দির কান্নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে যন্ত্রটা টুংটাং ক'রে বেজে চললো। একটু পরে নোটো গান গেয়ে উঠলো :

ফ্যাচ ফ্যাচ্ তুলতুল তুলতুল ফ্যাচ ফ্যাচ্
তা'র match কোন্ fool কোন্ fool তার match ?
তুল্‌তুল্ থুক্‌থুক্ ধুক্‌ধুক্ কান্না,
নয় নয় নিশ্চয় নয় তা'র আন্না।

কান্নার মাঝখানে বিশ্রী ভাঙা-ভাঙা গলায় রেণু-দি ব'লে উঠলেন, 'এত সাহস তোমার, তুমি আমায় ভ্যাংচাও। মা এখানে থাকলে তোমায় মজা দেখিয়ে দিতেন!'

নোটো বললে 'মজা দেখতে আমি খুব ভালোবাসি।'

'ফের ফাজলেমি!' ব'লে রেণু-দি এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন, যেন কেউ তাঁকে ভীষণ বকুনি দিয়েছে। নোটো অবাক হ'য়ে মানিককে বললে, 'ছাখো তো ভাই, আমি কখন আবার ফাজলেমি করলুম! আমি তো শুধু বললুম, মজা দেখতে আমি খুব ভালোবাসি। তা আমার আর দোষ কী—মজা দেখতে সবাই তো ভালোবাসে।'

নোটো গোমরা মুখ ক'রে চুপচাপ, শান্ত হ'য়ে বসলো, কিন্তু

রেণু-দির তবু কান্না থামলো না; বরং বেড়েই চললো। তাই দেখে রেণু-দির ওপর মানিকের সব রাগ জল হ'য়ে গেলো। মনে ভারি কষ্ট হ'লো তার। বিদ্যুৎকে সে বললে, দেখুন 'রেণু-দিকে আপনি দয়া করুন, উনি আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন।'

'কী হয়েছে ওর ?' বিদ্যুৎ জিগেস করলে, 'ও কাঁদছে কেন ?'

'আপনি নোটোকে বলেছেন ওর মাথা কেটে ফেলতে।'

'ও, হ্যাঁ—তা-ই তো। আচ্ছা, তুমি যখন বলছো, ওকে ক্ষমা করলুম।'

মনে-মনে মানিক ভারি খুশি হ'লো। সে তার প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি রেণু-দির কাছে গিয়ে বললে, 'আপনার কোনো ভয় নেই, রেণু-দি, কাঁদবেন না।'

কিন্তু রেণু-দির দু'চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল পড়ছে তো পড়ছেই। চোখের জলে তাঁর মুখের সব রং ধুয়ে-ধুয়ে যেতে লাগলো; আর সেই রংগুলো আয়নার গায়ে আঠার মতো লেগে রইলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত আয়নাটা নানারকম রঙে একেবারে ঢেকে গেলো; রেণু-দিকে আর দেখাই গেল না। মানিক চেঁচিয়ে জিগেস করলে, 'রেণু-দি, তোমার কী হ'লো ?' কিন্তু ভেতর থেকে কোনো জবাব এলো না; শুধু মাঝে-মাঝে একটা ফোঁশফোঁশ শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

আট

এদিকে স্যুট-পরা ভদ্রলোক মানিকের কাছে এসে একগাল হেসে বললেন, 'তুমি ভারি লক্ষ্মী ছেলে, খোকা।' মানিক লজ্জা পেয়ে লাল হ'য়ে উঠলো, কিছু বলতে পারলো না।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'সত্যি তুমি ভারি ভালো ছেলে। তোমাকে চীনেবাদাম খাওয়াবো, ডালমুট খাওয়াবো, আখ খাওয়াবো, শশা খাওয়াবো—এমনকি, একখানা সন্দেশ পর্যন্ত খাওয়াতে পারি। কিন্তু তুমি ওঁকে গিয়ে একটু বলো, আমাকে ছেড়ে দিতে। আমার মাথা কেটে ফেললে আমি আর বাঁচবো না।'

মানিক একটু ভেবে বললে, 'তা তো বটেই।'

'আমার বাড়ি যে যায়, তাকেই আমি খাওয়াই। চা, কোকো, কফি, ওভালটিন—সব রকম ব্যবস্থা আছে আমার বাড়িতে।'

'হর্লিক্স মিল্ক আর স্যানাটোজেন নেই বুঝি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—এর পর থেকে তাও রাখবো। কী-কী বললে? হর্লিক্স আর স্যানাটোজেন—নিশ্চয়ই। আমার বাড়িতে, বুঝলে, খাওয়ার বেজায় ঘটা। রোজই একরকম নেমন্তন্ন, বলতে পারো। বাইরে থেকে কেউ এসে একবেলা খেয়েছে কি অবাক হয়েছে। আমার বাড়িতে যারা থাকে, তারা সবাই খেয়ে-খেয়ে দিন-দিন মোটা হ'তে থাকে। বুঝলে না—ওটা আমার বাড়িরই গুণ।'

মানিক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললে 'তাই দেখছি।'

'তাহলে তুমি গিয়ে একটু বলো—'

কিন্তু তক্ষুনি বিদ্যুৎ ব'লে উঠলো, 'কই, নোটো, এর মাথাটা কেটে ফেললে না?'

নোটো তাড়াতাড়ি তার পকেট থেকে চোঙ-মতো একটা জিনিশ বের করলে। ওটা দিয়েই তাঁর মাথা কেটে ফেলা হবে মনে ক'রে ভদ্রলোক গোঁ-গোঁ করতে লাগলেন। কিন্তু নোটো চট ক'রে ভদ্রলোকের পিঠে একটা মই লাগিয়ে তরতর ক'রে বেয়ে তাঁর কাঁধের ওপর উঠে গেল। তারপর চোঙের একমুখ নিজের কানে, আর অন্য মুখ ভদ্রলোকের কপালে লাগিয়ে আধবোজা চোখে বললে, 'হাঁ করুন তো।'

ভদ্রলোক হাঁ করলেন।

'জোরে নিশ্বাস নিন।'

ভদ্রলোক এত জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন যেন তাঁর বুক ফেটে যাবে।

'জিভটা নাকের ডগায় ঠেকান।'

ভদ্রলোক কয়েকবার নানারকম মুখবিকৃতি ক'রে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'পারিনে।'

'সত্যি পারেন না, না বানিয়ে বলছেন?'

'সত্যি পারিনে।'

'বেশ; থাক তা হ'লে। আচ্ছা, কান নাড়ুন দেখি।'

'তা-ও পারিনে।'

'এটা না-পারলে তো চলবে না। পারতেই হবে।'

'সত্যি বলছি, সত্যি আমি কখনো কান নাড়িনি, কক্ষনো না।' ভদ্রলোক বার-বার বলতে লাগলেন, 'এবারটি ছেড়ে দাও, তারপর রোজ আমি দু-বেলা কান-নাড়া প্র্যাকটিস করবো, নিশ্চয়ই করবো।'

'চুপ করুন ; ও-রকম চ্যাঁচাবেন না।'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে চুপ ক'রে গেলেন। নোটো গম্ভীরমুখে বিড়বিড় ক'রে কী যেন খানিকক্ষণ হিশেব্ করলে, তারপর হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'নেই।'

তারপর কান থেকে চোঙটা সরিয়ে এক লাফে ভদ্রলোকের কাঁধ থেকে প'ড়ে বললে, আপনার মাথাই নেই তো মাথা কাটবো কী। আচ্ছা, আপনাকে ছেড়ে দিলুম।'

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটলো। আহ্লাদে গ'লে গিয়ে তিনি বললেন, 'তা আমাকে যদি জিগেস করতে, ও কথা অনেক আগে আমিই বলতে পারতুম। আমার যে মাথা নেই, তা তো ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি।' তারপর মানিকের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'যে-কথা বলছিলাম। আমার বাড়িতে যে থাকে, সে-ই মোটা হয়। ওটা আমার বাড়িরই গুণ। আমাকে তো দেখছোই—'

মানিক ভদ্রলোককে দেখছিলো, এবং দেখে-দেখে অবাক হচ্ছিলো। হঠাৎ ভদ্রলোক একটু-একটু ক'রে ফুলছেন। একটা ফুটবলের ব্ল্যাডারকে পাম্প্ করতে থাকলে যেমন হয়। মানিক ব'লে উঠলো, 'এ কী ? কী হ'লো আপনার ?'

ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন, 'বুঝ্‌তেই তো পারছো! এত ভিটামিন যাবে কোথায় ? কোনো খারাপ জিনিশ তো আর

আমার বাড়িতে খাওয়া হয় না। কিন্তু মাঝে-মাঝে এমন মুশকিল হয়—বুঝলে ? এই তো সেদিন বাবাদের হঠাৎ শখ হ'লো পুলিপিঠে খাবেন। ও-সব পিঠে-ফিঠে গরব-গরবারা খায়, তোমার বৌদির তো আর ও-সব রাঁধবার অভ্যেস নেই—

'মানিক বললে, 'আমার এক বৌদি আছেন, তিনি চমৎকার পিঠে রাঁধতে পারেন। আর, পিঠে খেতে আমি খুব ভালোওবাসি।'

'সে যা-ই হোক, ও-সব বাজে জিনিশ তোমার বৌদি—মানে, আমার স্ত্রী—কখনো খানও না, রাঁধেনও না। বড়ো ঘরের মেয়ে কিনা—পিঠে-ফিটের ধার ধারেন না। তবু মা যখন খেতে চাইলেন, কী আর করা—ছেলেরা খেতে চাচ্ছে—তোমার বৌদিই গিয়ে বসলেন পিঠে ভাজতে। এর আগে তিনি কক্ষনো পিঠে ভাজেন নি—কিন্তু কী বলবো, রান্নার এমন হাত তাঁর—এমন চমৎকার পিঠে ভাজা হ'লো যে আমিই সবগুলো শাবাড় ক'রে দিলুম। সত্যি খাশা রাঁধেন তোমার বৌদি। শুনে তোমার লোভ হচ্ছে নিশ্চয়ই। তা কত লোকেরই লোভ হয়—তুমি ছেলেমানুষ, তোমার আর দোষ কী তা বেশ, এক কাজ করো না, আমার বাড়িতে তোমার নেমন্তন্ন রইলো! দু-টাকা চাঁদা দিয়ো, তাহ'লেই একদিন তোমার বৌদির রাঁধা পুরো-পুরি ডিনার খেয়ে আসতে পারবে। ধরো—সামনের রোববার। ভুলে যেয়ো না কিন্তু—তোমার নেমন্তন্ন রইলো।'

কথা বলতে-বলতে ভদ্রলোক অসম্ভবরকম ফুলে যাচ্ছিলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর গাল দুটো দুটো তরমুজের মতো হ'য়ে উঠলো, ড্যাবডেবে গোল দুটো চোখ ভেতর থেকে একেবারে বেরিয়ে আসছে আর ভুঁড়ি—কী সাংঘাতিক ভুঁড়ি! কোথায় লাগে তা'র কাছে

সার্কাসের ক্লাউনে! মানিক হাঁ ক'রে চেয়ে দেখতে-দেখতে ভাবতে লাগলো, এ-রকম ভাবে ফুলতে থাকলে ভদ্রলোক তো এক্ষুনি ফেটে যাবেন, কিন্তু তবু ভদ্রলোক আরো ফুলতে লাগলেন। শেষটায় এমন হ'লো যে কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলা দিয়ে চিঁ-চিঁ আওয়াজ বেরুতে লাগলো, তার পরে আর তা-ও বেরুলো না। আগাগোড়া তিনি একটা বেলুনের মতো হ'য়ে গেলেন।

হঠাৎ ঠাশ ক'রে একটা শব্দ হ'লো; সঙ্গে-সঙ্গে ভশভশ ক'রে কতগুলো ধোঁয়া বেরুলো, একটা বিশ্রী, পচা গন্ধে চারদিক ভ'রে গেলো। মানিক নাকে রুমাল চেপে খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলো। আবার যখন তাকালো, ধোঁয়া কেটে গেছে, ভদ্রলোক আর নেই।

মানিক জিগেস করলো, 'কী হ'লো?'

নোটো বললে, 'বলো তো কী?' ব'লে পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক'রে মানিকের হাতে দিলে। মানিক দেখলো, তাতে লেখা রয়েছে:

মিষ্টি কথা বললে যদি চটো তবে
এমন করলে বলছি বিষম বিপদ হবে,
বুঝতে যদি না পারো তো চুপ করো না,
মিথ্যে কথা বললে চিনি লাগবে নোনা।
কেন তবে কও না কথা, যদি এমন
চচ্চড়ি খাও, মনটা করে কেমন-কেমন?
খামকা যদি এমনতর কথাই বলো
তবে কেন চক্ষু করে ছলোছলো?
সত্যি বলো

যদি এমন
কথাই ক'বে
চার পা তুলে
শূন্যে কেন
নাচছো তবে ?
তুমি যদি
না শোনো তো
কেন বকি ?
শুনলে
এখন
মজার
কথা,
বলো
তো
কী ?

মানিক কয়েকবার প'ড়ে কাগজটা নোটোকে ফিরিয়ে দিলে।

নোটো বললে, 'কিছু বলছো না যে ?'

'কী আবার বলবো !' মানিক বললে, 'ওর কোনো মানেই হয় না।'

'তা ভাই, মানে না-হয় না-ই হ'লো ; মজা তো হয়।'

'আমি তো মজাও কিছু দেখতে পাচ্ছি নে।'

'কেন ? স্পষ্ট তো লেখাই রয়েছে—"শুনলে এখন মজার কথা"।'

'মজার কথা বললেই হ'লো কিনা !'

'তবে কী হ'লো ?'

'যাওঃ'! মানিক বিরক্ত হ'য়ে বললে, 'তোমার সঙ্গে আমি আর বকতে পারি নে।'

'সত্যি ভাই, নোটো বললে, 'আমারো আর বকাঝকা ভালো লাগছে না। তার চেয়ে বরং একটা গান গাই, শোনো।'

ব'লেই নোটো সেই পিয়ানোর মত যন্ত্রটার ওপর লাফিয়ে উঠে নাচতে শুরু ক'রে দিলে, আর যন্ত্রটার ভেতর থেকে নানারকম আওয়াজ বেরুতে লাগলো। সঙ্গে-সঙ্গে নোটো গান ধরলে ঃ—

ইঁদুর এবং শামুক—এদের দু'জনে ভাব ছিলো বেজায় ;
ইঁদুর বললে, "আমার বড়ো ইচ্ছে কোথাও বেড়াতে যাই।"
—হাঃ, হাঃ, হাঃ!

শামুক বললে, "বেশ কথা তো, চলো না যাই নদীর মাঝে।"
ইঁদুর বললে, "কী করে যাই, সাঁতার কাটতে জানি না যে।"
—বাঃ, বাঃ, বাঃ!

শামুক বললে, "কুচ্ পরোয়া মৎ করো, হাম্ তোমায় ঘাড়ে
চড়িয়ে নেবো।" ইঁদুর বললে, "ডুববে না তো আমার ভারে?"
—হাঃ, হাঃ, হাঃ!

শামুক বললে, "নিতে পারি তোমার মত কয়েক ডজন।"
ইঁদুর বললে, "চলো তবে।" চললো তবে ওরা দু'জন।
—বাঃ, বাঃ, বাঃ!

নদীর জলে গেলো চ'লে শামুক, ঘাড়ে নিয়ে ইঁদুর,
শামুক পোকা, ইঁদুর হাওয়া, খেতে-খেতে অনেকটা দূর।
—বাঃ, বাঃ, বাঃ!

হঠাৎ ইঁদুর টুপ ক'রে সে মাঝনদীতে পড়লো খ'সে ;
মনের দুঃখে ঘণ্টাখানেক কাঁদলো শামুক একলা ব'সে।

—হাঃ, হাঃ, হাঃ!

তারপর সে ভাবলে, "আরো দেরি করলে গিন্নি রেগে
আগুন হবেন।" এই ভেবে সে ডাঙার দিকে ছুটলো বেগে।

বাঃ, বাঃ, বাঃ!

কিন্তু শামুক—তা তো জানোই—স্বভাবতই একটু ঢিলে;
খপ ক'রে এক বোয়াল তাকে খোলাসুদ্ধ ফেললো গিলে।

—হাঃ, হাঃ, হাঃ!

মানিক একমনে নোটোর গান শুনছিলো, হঠাৎ এক ভয়ানক উজ্জ্বল আলো তার চোখে এসে পড়তে সে ফিরে তাকালো। দেখলো, তার আগুনের রঙের আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ নাচছে। তাকিয়ে থাকতে তার চোখ পুড়ে যাচ্ছিলো, তবু মানিক চোখ সরিয়ে নিতে পারলে না; সেই আগুনের রঙের আঁচল ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে—অন্য সব ভুলে গিয়ে তা-ই দেখতে লাগলো সে। এমন সময় নোটো তার পাশে এসে চুপি-চুপি বললে, 'চলো এবার পালাই।'

'কেন?'

'দেখছো না, ঝড় আসছে।'

বলতে-বলতেই একটা শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা গেলো; এক পাল বন্য জন্তুর মতো হৈ-হৈ করতে-করতে ঝোড়ো হাওয়া ছুটে এলো; চারদিককার দেয়ালগুলো সব ঝাপটার পর ঝাপটায় মিলিয়ে গেলো, গ'লে গেলো—কোথাও কিছু নেই, সব ফাঁকা। সমস্ত আকাশটাকে দু'টুকরো ক'রে কেটে দিয়ে বিদ্যুতের আঁচল লাল হ'য়ে ঝলসে উঠলো, সেই ফাঁক জোড়া লাগতে-না-লাগতেই এক ভীষণ বাজের

আওয়াজে আকাশ যেন হাজার-হাজার টুকরো হ'য়ে ফেটে পড়লো। তারপর বৃষ্টি—শোঁ-শো—ঝমঝম-ঝমঝম, শোঁ—শোঁ—ঝমঝম ! বৃষ্টি ! বৃষ্টি!

নয়

মানিক কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'বা রে, ভিজে' গেলুম যে।'

নোটো বললে, 'ভিজলেই বা।'

'যদি সর্দি হয় ?'

'হ'লোই বা।'

'তোমার যেন কোনো কথা গায়েই লাগছে না। তোমার কী— মা তো আর তোমাকে বকবেন না!'

'তোমাকেই বকবেন নাকি ?'

'তা কি আর বকবেন!' মানিকের গলার স্বর কাঁদো-কাঁদো হ'লো।

'রাগ করলে ভাই ?'

'না, রাগ করবো কেন ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাকের মত ভিজতে বেজায় খুশি লাগছে!'

'তা ভিজতে না চাও, ওপরে উঠে গেলেই পারো।'

'কী ক'রে যাবো—যে ঝড়!'

'ঝড় তোমাকে কী করবে ? তুমি একবার ভাবো যে ওপরে উঠছো—আর-কিছু করতে হবে না।'

সত্যিই তো তা-ই! যেই মানিক ভেবেছে, এখন ওপরে উঠছি—আর কথা নেই!—অমনি ওপরেই সে উঠে যেতে লাগলো, ভালো ক'রে তা টেরও পেলো না। একটু পরেই সে দেখতে

পেলো, চারদিক ঝকঝকে পরিষ্কার, খটখটে শুকনো, আর ও-ই নিচে বৃষ্টির রাজ্যি মেঘে কালো হ'য়ে আছে।

বাবাঃ—বাঁচলুম। মানিক ডাকলে, 'নোটো।'

'এই যে,' তার পাশ থেকে নোটো সাড়া দিলে।

'যাক তুমি আছো।'

'আছি বইকি, থাকবো না কেন? আমি কি মানুষ যে একদিন থাকবো তো আর-একদিন থাকবো না? আমি হচ্ছি ভূত; আমি সব সময়ই আছি।'

ও-কথার উত্তরে এত কথা শুনতে মানিক আশা করেনি; জিগেস করলে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, নোটো?'

'যেখানে ইচ্ছে গেলেই হয়।'

'আমরা কি শুধু যেতেই থাকবো? থামবো না আর?'

'থামলেই হয়।'

মানিক একটু থেমে নিচের দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো, 'ছাখো, ছাখো, নোটো!'

'কী?'

'ঐ যে, ঐ যে!' আনন্দে মানিক হাততালি দিয়ে উঠলো।

যে-জায়গাটা মেঘে কালো হ'য়ে ছিলো, সেখানে—কোথায় আর মেঘ! বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়ে তা কাচের মতো ঝকঝক করছে, আর এক মস্ত রঙিন রামধনু আকাশ জুড়ে ফুটে উঠেছে। ওপর থেকে দেখে মানিকের মনে হ'লো যেন স্বর্গের জমকালো সিংহদরজা কেউ নামিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর দিকে।

হঠাৎ মানিকের মন খারাপ হ'য়ে গেলো। পুতুলের কথা মনে

পড়লো তার। এতক্ষণে হয়তো তাদের বাড়িতে বিকেল হয়েছে; রঙিন ফ্রক প'রে চুলে লাল রিবন বেঁধে পুতুল মনু-দির সঙ্গে পার্কে গেছে বেড়াতে। যাবার আগে দাদাকে হয়তো সে খুঁজেছিলো— মানিক বলেছিলো, আজ তাকে সিনেমায় নিয়ে যাবে—পূর্ণতে, সেখানে ট্রেডার হর্ন দিয়েছে। পুতুলের সিনেমা দেখার বেজায় শখ, কিন্তু সে এত ছোটো, কেউ তাকে নিয়ে যেতে চায় না— বলে, ঘুমিয়ে পড়বি, কান্নাকাটি করবি। আসলে কিন্তু পুতুল একেবারে পুতুলটি হ'য়ে ব'সে থাকে, টুঁ শব্দটি করে না, একবার হাত-পাও নাড়ে না। কিন্তু মানিক এ পর্যন্ত তাকে শুধু ফাঁকি দিয়ে দিয়ে আসছে, একদিনও নিয়ে যায়নি। আর, পুতুলটা এমনি বোকা যে এর পরেও মানিক যখনই বলে, অমুক দিন নিয়ে যাবো, অনায়াসে সে-কথা বিশ্বাস করে, সে-দিন এলে বলে, আজ নিয়ে যাবে না, দাদা? মানিক নিয়ে যায় না; একলা, না-হয় তার কোনো বন্ধুর সঙ্গে লুকিয়ে তিনটের শো দেখে আসে। আর আজ সে লুকিয়ে কত জিনিশ দেখে নিলে—পুতুল থাকলে কী যে খুশি হ'তো! মানিকের ভারি মন-খারাপ হ'য়ে গেলো।

কিন্তু একটু পরে সে ভাবলে, রামধনুটা পুতুলও দেখছে নিশ্চয়ই। কিন্তু অমন তো কত রামধনুই সে দেখেছে, আরো কত দেখবে! মাটি থেকে গলা উঁচু ক'রে রামধনু দেখা—তাতে কি আর এত মজা! একটু পরে তো ঘাড়ই ব্যথা হ'য়ে যায়। ওপর থেকে মাথা নিচু ক'রে তাকিয়ে রামধনু দেখা—পুতুলের কপালে তা আর হ'লো না, এর পরে যদি সে একশোটা সিনেমা ছাখে, তবু এ-জিনিশটি দেখতে পাবে না। যা-ই হোক মানিক ঠিক করলে, এর

পরের রোববার পুতুলকে সে ঠিক সিনেমায় নিয়ে যাবে—নির্ঘাত।

এ-কথা ভাবতেই মানিকের মন অনেকটা হালকা হ'য়ে গেলো। সে বললে, 'আচ্ছা নোটো, রামধনুটার ওপর একটু বসা যায় না?'

'সে আর মুশকিল কী?' নোটো বললে, 'এসো না এক লাফ দিই।'

যে কথা, সে কাজ। এক লাফে তারা দু'জন, রামধনুর সব চেয়ে উঁচু যে-জায়গাটা, ধুপ ক'রে সেখানে গিয়ে পড়লো। দু' দিকে ঢালু হ'য়ে রামধনু নেমে গেছে—শেষ আর দেখা যায় না।

মানিক জিগেস করলে, 'রামধনু কোথায় শেষ হয়েছে, বলতে পারো?'

নোটো বললে, 'দেখে এলেই হয়।'

'কী ক'রে যাবো?'

'বাঃ, গেলেই তো হয়! পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে আলগোছে বোসো, তারপর নিজেকে ছেড়ে দাও। ব্যস, আর-কিছু করতে হবে না।'

'ও, বুঝেছি। কার্নিভ্যালে যেমন—'

'এই যে, ছাখো। এই রকম।'

বলেই নোটো দারুণ বেগে রামধনুর ঢালু বেয়ে নেমে যেতে লাগলো—আর তার পেছন-পেছন মানিক। প্রথমটায় মানিকের ভীষণ মজা লাগলো, কিন্তু বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগলো আর মানিকের মনে হ'তে লাগলো, তার মাথার ভেতরটা যেন কেমন করছে। উঃ, এ যে আর ফুরোয় না, কতদূর—কতদূর তো চ'লে এলাম, এখনো রামধনু

শেষ হয় না কেন? এ তো আবার এক ফ্যাশাদ হ'লো—এমনি শুধু চলতেই থাকবো নাকি? বড়ো হ'য়ে যাবো, বুড়ো হয়ে যাবো—তবু চলতেই থাকবো! নাঃ, আর ভালো লাগছে না।

কিন্তু ভালো না-লাগলে হবে কী, ততক্ষণে এমন ভয়ানক বেগে সে ছুটে চলেছে যে তার কান ভোঁ-ভোঁ করছে, মাথা ঝিমঝিম করছে—তার শরীরটা যেন টুকরো-টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে পড়ছে। তার মনে হ'লো, সে যেন আর নেই। আমি যে নেই, মানিক ভাবলে, সে-কথা যদি বুঝতেই পারছি, তাহ'লে আর আমি নেই কী হয়? তারপর আর ভাবতে পারলে না মানিক, তার মাথার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে এলো, তার মনে হ'লো সে এক্ষুনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়বে।

দশ

চোখ মেলে মানিক দেখলে, কোথায় রামধনু, আর কোথায় কী—সব ফাঁকা। নিজের মনেই সে ব'লে উঠলো, 'কোথায় এলুম ?'

জবাব দিলে নোটো : 'তুমি মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলে কিনা, তাই তোমাকে নিয়ে এসেছি।'

তা হবে। বোধ হয় ঘুমিয়েই সে পড়েছিলো। কিন্তু কখন ঘুমিয়েছিলো, কখনই বা জেগে উঠলো, মানিক কিচ্ছু মনে করতে পারলে না। যা-ই হোক, চোখ রগড়ে সে চারদিকে তাকিয়ে—কিছুই দেখতে পেলো না। সব ফাঁকা। নিচের দিকে তাকালো, সেখানেও ফাঁকা। শূন্য, শূন্য— যতদূর চোখ যায়, যেদিকে চোখ যায়, প্রকাণ্ড শূন্য। এক মস্ত বড়ো কিছু-না রাজত্ব করছে এখানে—ভারি অদ্ভুত। মানিক ভাবলে এতক্ষণ তবু পায়ের নিচে একটা দিক ছিলো, এখন আর তা-ও নেই, কোনোদিকই নেই—এখন ওপরে ওঠা আর নিচে নামা, ডাইনে ঘোরা আর বাঁয়ে ফেরা সব সমান কথা। কী মুশকিল, এখন যেদিকেই যাই না কেন, বুঝতে পারবো না, কোনদিকে যাচ্ছি। একবার মানিক ভাবলে, নোটোকে জিগেস করে, এ-শূন্য কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, কিন্তু পাছে নোটো আবার তাকে নিয়ে তেমনি ছুটতে আরম্ভ করে, সেই ভয়ে সে চুপ করে রইলো।

নোটোই আবার বললে, 'ছাখো, ছাখো।'

নোটো যেদিকে তাকিয়ে ছিলো, মানিকের চোখও সেদিকে

ছুটলো। চট ক'রে চোখে কিছুই ধরা পড়লো না ; কিন্তু একটু পরে সে দেখলো, প্রকাণ্ড শূন্যের মধ্যে একটা সবুজ তারা জ্বলজ্বল করছে। কিছু-না দেখে-দেখে মানিক হাঁপিয়ে উঠছিলো ; এতক্ষণে কিছু-একটা দেখতে পেয়ে যেন অথই জলে ডুবতে ডুবতে তার পায়ের তলায় মাটি ঠেকলো। ব'লে উঠলো, 'কী সুন্দর তারা !'

নোটো বললে, 'ঐ হচ্ছে তোমাদের পৃথিবী।'

পৃথিবী ! ঐ পৃথিবী ! যার তিনভাগ জল আর এক ভাগ মাটি, যেখানে পাঁচটা মহাদেশ আর পাঁচটা মহাসমুদ্র, যেখানে নানা-রকম জন্তু গিশগিশ করছে, মানুষের শহর, মানুষের কল-কারখানা যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা চিৎকার করছে—সেই পৃথিবী ঐ ছোট্ট, সবুজ তারা ! যত রকম আশ্চর্য জিনিশ মানিক আজ দেখেছে, তার মধ্যে এইটে তার কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য লাগলো। এটা তার বিশ্বাসই হয়তো হ'তো না, কিন্তু সে বইয়ে পড়েছিলো যে পৃথিবীটাকে যদি যথেষ্ট দূর থেকে দেখা যায়, তা'হলে তা আকাশের যে-কোনো একটা তারার মতোই দেখাবে। ইশ—কী ভয়ানক দূরে সে এসে পড়েছে ! মা তাকে এসপ্লানেডেও একা যেতে দিতে চান না, কিন্তু এখন সে যে কতদূর চ'লে এসেছে, মা তা ভাবতেও পারবেন না। মা যদি জানতে পারেন, তাহ'লে—কথাটা মনে ক'রে মানিকের ভারি হাসি পেলো। সবুজ তারার দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগলো, ঐখানে, ঐ ছোট্ট তারায় কলকাতা ব'লে কোথাও একটা শহর আছে সেখানে ভবানীপুর নামে এক পাড়ায় হালদার রোড নামের রাস্তা ; তারই বারো নম্বর বাড়িতে সে থাকে, তার ছাতে দাঁড়িয়ে কতদিন সে আকাশের তারা দেখেছে ; এখন হয়তো মা ছাতে পাটি পেতে বসেছেন, পুতুল বসেছে

তাঁর পাশে, বোকার মতো আবোল-তাবোল সব বকছে, জিগেস করছে ঐ যে তারাগুলো, ওগুলো কী মা? পুতুল তো আর ভূগোল পড়ে নি, ওর ধারণা, যে-সব লোকে ম'রে যায়, তারাই আকাশে তারা হ'য়ে ফুটে থাকে। ওকে যদি বলা যায়, ও যেখানে ব'সে আছে, সেটাও একটা তারা, তাহ'লে—উঃ, ও কেমন চমকে যায়, রেগে গিয়ে কি বলে না, 'ছাই! তুমি ছাই জানো!'

তারাটা এদিকে একটু-একটু ক'রে ছোটো হচ্ছে—সবুজ একটা ফুটকি—তারপর, বাঃ। মিলিয়েই গেলো। 'বা রে, পৃথিবীটা হঠাৎ গেলো কোথায়?' জিগেস করলে মানিক।

নোটো বললে, আমরা যে, আরো অনেক দূরে চ'লে এসেছি, পৃথিবীকে তাই আর দেখা যাচ্ছে না।'

'তাই নাকি? আমার তো মনে হচ্ছিলো এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি।'

'কী হয়েছিলো, জানো না বুঝি? আমরা রামধনু বেয়ে জোরসে নে'ম যাচ্ছি, এদিকে রামধনু তো গলতে শুরু করেছে। ঝরঝর ক'রে সব আলোগুলো খ'সে পড়ছে—আর ব'সে থাকা যায় না। আমি ভাবলুম, এখন কী করি? ভাবতেই প্রকাণ্ড এক টুকরো আলো রামধনু থেকে ছিটকে আমার পায়ের কাছে এসে পড়লো। আর-একটু হ'লেই সেটা পালিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু তক্ষুনি আমি করলাম কী, তোমাকে নিয়ে—তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছো—এক লাফে সেটার ওপরে চ'ড়ে বসলাম, আর দেখতে-না-দেখতে কোথায় চ'লে এসেছি, ছাখো। জানো তো, আলো ভীষণ তাড়াতাড়ি চলে।'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ, সে-রকম শুনেছি বটে।' সে কোন এক

বইয়ে পড়েছিলো যে আলোর বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। আমি কি এতই জোরে যাচ্ছি? ভাবলে। উঃ, কী ভীষণ! ভাবতেও মাথা ঘোরে। কিন্তু এত জোরে যে যাচ্ছে, তা কিচ্ছু বোঝবার জো নেই; কারণ, যেখান দিয়ে যাচ্ছে, তার চেহারা আগাগোড়া এক রকম। ট্রেনে বা স্টিমারে যেতে থাকলে মিনিটে-মিনিটে দু'পাশের চেহারা বদলায়, কিন্তু এখানে শূন্যের পর শূন্য চলেছে, বেমালুম ফাঁকা—তার আবার বদলাবে কী? এত ফাঁকা আর ভালো লাগে না।

মানিক ভাবছে, এখন বাড়ি ফিরে গেলেও হয়, এমন সময় নোটো চেঁচিয়ে উঠলো, 'সাবধান, সাবধান! পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও!'

সঙ্গে-সঙ্গে মানিকের চোখের সামনে দিয়ে ঝাঁ ক'রে শাদা মত কী একটা ছুটে গেলো; একটা আলোর ল্যাজ বিরাট লম্বা এক সাপের মত শূন্যে আছাড় খেতে খেতে অদৃশ্য হয়ে গেলো; মানিক ব্যাপারটা ভালো ক'রে দেখতেও পেলো না।

নোটো নিশ্বাস ফেলে বললে, 'উঃ, বাঁচলুম। হুড়মুড় ক'রে ওটা ঘাড়ে এসে পড়লেই গিয়েছিলুম আর কি।'

একটু ভেবে মানিক বললে, 'ধূমকেতু বুঝি?'

'কী করে বুঝলে?' নোটো অবাক হ'য়ে গেলো।

মানিকের মনে মনে-একটু দেমাক হলো। নোটোটা বই-টই কিচ্ছু পড়েনি—ওকে অবাক ক'রে দেয়া এত সোজা! গম্ভীরভাবে বললে, 'এ আর মুশকিল কী? অত বড় ল্যাজ দেখেই তো ধূমকেতু চেনা যায়!'

মুখে সে ও-রকম বললে বটে, কিন্তু মনে-মনে তার ভারি আপশোষ হচ্ছিলো—জিনিশটা এত তাড়াতাড়ি ছুটে গেলো, কী যে দেখলো, ভালো ক'রে সে মনেও করতে পারছে না। ধূমকেতু দেখার তার কী যে ইচ্ছে বলা যায় না। মা'র কাছে সে হ্যালির ধূমকেতুর গল্প শুনেছিলো ; দিনের পর দিন তার বিশাল ল্যাজ সমস্ত আকাশ জুড়ে আছে—কি ওয়ানডার্ফুল! আবার যখন সে এক পুরো চক্কর দিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে আসবে, তখন—মানিক হিশেব ক'রে দেখেছিলো তা'র বয়েস হবে ষাট। বাবাঃ—ধূমকেতুর জন্য অতদিন ব'সে থাকতে হ'লেই হয়েছে আরকি! তবু—তবু সে তাইতেই রাজি ছিলো। আর আজ—হাতের কাছে এমন জ্বলজ্যান্ত একটা ধূমকেতুকে পেয়েও সে কিনা ভালো ক'রে দেখে নিতে পারল না! ইশ—নোটোটা যদি তাকে একটু আগেও বলতো, তাহ'লে সে তৈরি হ'য়ে থাকতে পারতো, ধূমকেতুটা তাকে এমন করে ফাঁকি দিতে পারতো না।

'শূন্যে চলতে গেলে,' নোটো বলতে লাগলো, 'এই ধূমকেতুদের মতো বিপদ আর নেই। একটার সঙ্গে ঠোক্কর লেগেছে কি আর রক্ষে নেই। এগুলোর আবার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই ; যেখান দিয়ে পারে যেমন খুশি চ'লে যায়।'

'ওরা দমকলের মতো ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে গেলেই তো পারে।'

'দমকল কী-জিনিশ ?'

'দমকল কাকে বলে জানো না? কোনো বাড়িতে যখন আগুন লাগে, লাল রঙের গাড়ি হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে আগুন নেবায়।'

'আগুন নেবায় কেন ?'

'বা, নেবাবে না ? ঘর-বাড়ি সব পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক আরকি।'

'তা-ই তো ভালো। আবার নতুন ক'রে বাড়ি তৈরি করা যায়।'

'তোমার যেমন বুদ্ধি!' মানিক চ'টে গিয়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় তার চোখে পড়লো তার কাছে, একেবারে কাছে—হালকা নীল রঙের একটা তারা। তারাটা যেন অদ্ভুতভাবে ঠিক তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে-তারা ছোট্ট একটি মেয়ের মুখ হ'য়ে গেলো—ভারি সুন্দর সে-মুখ। মানিক নোটোর কানে কানে, 'এই, এখানে একটু থামো না।'

'বেশ তো থামলেই হয়।'

তারা চলছে না থেমে আছে, তা বোঝার কোনো উপায় নেই। মানিক জিগেস করলে, 'আমরা কি থেমেছি?'

নোটো বললে, 'হ্যাঁ।'

মানিক সেই তারার দিকে ফিরে তাকাতেই তারাটি কথা ক'য়ে উঠলো, 'আমাকে চিনতে পারছো?'

'তোমাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'

'আমি সন্ধ্যাতারা।'

'তুমি সন্ধ্যাতারা!' এর বেশি মানিক কিছু বলতে পারলে না। কত সন্ধ্যায় ছাত থেকে সে এই তারাটি দেখেছে, আকাশের সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা; কখনো বাঁকা চাঁদটির ঠিক নিচে, কখনো একা, আকাশের সবচেয়ে সুন্দর এই তারা—তাকিয়ে-তাকিয়ে ভেবেছে, আসলে না জানি এ কেমন! কত কথা সে মনে-মনে বলেছে এই তারার সঙ্গে, কত নাম ধ'রে ডেকেছে তাকে—আজ সেই তারা তার সঙ্গে কথা কইলো! সে জানতো, ঐ

সন্ধ্যাতারাও একটা গ্রহ—এই পৃথিবীর মতোই—সে-কথা ভাবতে তার ভালো লাগতো না। আজ সে জানলো, ও তারা তারাই—আর-কিছু নয়; পৃথিবী নয়, গ্রহ নয়, ছাইভস্ম অন্য কিছুই নয়, নিতান্তই তারই আপন তারাটি।

ভয়ে-ভয়ে সে জিগেস করলে, 'আমাকে চেনো তুমি?'

সন্ধ্যাতারা বললে, 'বাঃ, তোমাকে চিনিনে! তুমি মানিক।'

সন্ধ্যাতারার মুখে তার নামটা এত মিষ্টি শোনালো যে মানিকের যেন বিশ্বাসই হ'তো না যে ওটা তারই নাম। সে বললে, 'আমি তো তোমাকে রোজই দেখি ছাত থেকে। অত দূর থেকে তুমি আমাকে দেখতে পাও?'

'তুমি আমাকে দেখতে পেলে আমিই বা কেন তোমাকে দেখতে পাবো না?'

তাই তো! এ-কথাটা মানিক ভেবে ছাখে নি। 'আমার এক বোন আছে' সে বললে, 'পুতুল তার নাম। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, এক হাতে সরু বালা, কপালে একটা তিল আছে। সে-ও ছাতে ব'সে তোমাকে ছাখে। তাকেও তুমি চেনো?'

'চিনি বইকি। ওকে নিয়ে এলেই পারতে।'

'আমি তো জানতুম না যে এখানে আসবো।'

'এর আগে আসোনি কেন?'

'আমি ভাবতুম, এখানে আসা যায় না।'

'পাগল! ইচ্ছে করলেই তো আসা যায়।'

'এখন তা-ই দেখছি।' তারপর মানিক বললো, 'আমার মনে হ'তো, কাছে থেকে তোমাকে হয়তো অন্য রকম দেখাবে।'

সন্ধ্যাতারা বললে, 'তুমি আমাকে যে-রকম ছাখো আমি তা-ই।'

হঠাৎ নোটো বললে, 'চলো, চলো। আর দেরি করা যায় না।'

মানিকের একটুও যেতে ইচ্ছে করছিলো না, সে বললে, 'আর একটু থাকো না!'

সন্ধ্যাতারা জিগেস করলে, 'কোথায় যাবে?'

সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে মানিক বললে, 'আচ্ছা, এখানে কী ক'রে থাকো তুমি? একা-একা লাগে না?'

'তা লাগে না! কথা কইবার একটা লোক নেই!'

'আমি মনে-মনে তোমার সঙ্গে অনেক কথা কই—তুমি নিশ্চয়ই সে-সব শুনতে পাও না?'

'না-শুনলেও বুঝতে পারি।'

'তুমি তার জবাব দাও?'

'তা না দিয়ে পারি! তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়ো, তার আগে কোনো কথা শুনতে পাও না?'

'হ্যাঁ, বালিশে মাথা চেপে শুলে কী-রকম সব আওয়াজ যেন কানে এসে লাগে।'

'সে-ই তো আমি।'

'সত্যি?'

নোটো আবার তাড়া দিলে, 'চলো এবার।'

'এই—একটু।' মানিক বললে, 'আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'আমার বাড়িতে।'

'তাহ'লে আকাশের দিকে তাকিয়ে তুমি আর কাকে দেখবে ?'

'তা-ও তো বটে', একটু ভেবে মানিক বললে, 'তাহ'লে এই ভালো।'

সন্ধ্যাতারা বললে, 'হ্যাঁ, এ-ই ভালো।'

নোটো ব'লে উঠলো, 'চললুম তাহ'লে।' মানিক আর-কোনো কথা বলার সময় পেলো না, হঠাৎ চেয়ে দেখলো, সন্ধ্যাতারা আর নেই।

জিগেস করলে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা ?'

'যেখানে হয়।'

বেড়াবার উৎসাহ মানিকের আর এক ফোঁটাও ছিল না ; তার মন বেজায় খারাপ লাগছিলো। বললে, 'আর গিয়ে কাজ নেই। এবার চলো ফিরি।'

'কোথায় ফিরবে ?'

'বাড়ি।'

'বেশ তো। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকো এখানে, তাহ'লেই বাড়ি যেতে পারবে।'

'তার মানে ?'

'নাও !' নোটো মুরব্বি ধরনে হেসে বললে, 'এত তোমাকে ঘুরিয়ে আনলুম, তবু তুমি কিচ্ছু বোঝো না !' একটু পরেই পৃথিবীটা ঘুরে এখানে আসবে, আর তুমি এক লাফে ধুপ করে ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে পড়বে। দাঁড়াও এখানে ;—ঐ ছাখো, পৃথিবী আসছে।'

সত্যিই তা-ই। গোল একটা বেলুনের মতো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে পৃথিবীটা। নোটো বললে, 'আমি যেই থ্রী বলবো, অমনি তুমি লাফ দেবে। আচ্ছা—ওয়ান—'

'তুমি যাবে না ?' মানিক জিগেস করলে।

'টু !'

'তুমি কি এখানেই থেকে যাবে নাকি ?'

'থ্রী !'

ধুপ্ !—

ধুপ করে আওয়াজ হ'লো বিছানায়। মানিক তাকিয়ে দেখলো গল্পের বইটা তার ঠিক হাতের কাছে প'ড়ে আছে, পশ্চিমের জানলা দিয়ে রোদ এসে ঘর ভ'রে ফেলেছে, ঘামে তার সমস্ত শরীর ভেজা। তবু তার উঠতে ইচ্ছা করছিলো না; সে পাশ বদলে আবার চোখ বুজতে যাবে, এমন সময় পুতুল তাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকলে, 'দাদা ওঠো ! আজ না আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাবে না ?'

তড়াক ক'রে মানিক খাট থেকে নেমে পড়লো। চোখ রগড়ে বললে, 'কটা বেজেছে রে ?'

'ইশ—কী ঘুমোতে পারো দাদা ! একেবারে বিকেল হ'য়ে গেলো, তবু ওঠো না। কখন আর যাবে ?'

'এক্ষুনি যাবো চল।' বলতেই তার কী যেন মনে প'ড়ে গেলো। মনে পড়লো সে পুতুলকে কথা দিয়েছিলো, আজ তাকে নিয়ে সিনেমায় যাবে—যাবেই। কখন ? কখন ?...ও—ও ; একটু-একটু ক'রে সমস্ত স্বপ্নটা তার মনে প'ড়ে গেলো।

তখন সে বললে, 'শোন পুতুল, এইমাত্র ভারি মজার স্বপ্ন দেখলুম, তোকে বলি।' তারপর পুতুলকে কাছে ডেকে এনে সে বললে—যা বললে, একের পৃষ্ঠা থেকে যদি আবার প'ড়ে যাও, তা হ'লেই জানতে পারবে।